প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২০ ❖ ১৪ - ২০ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

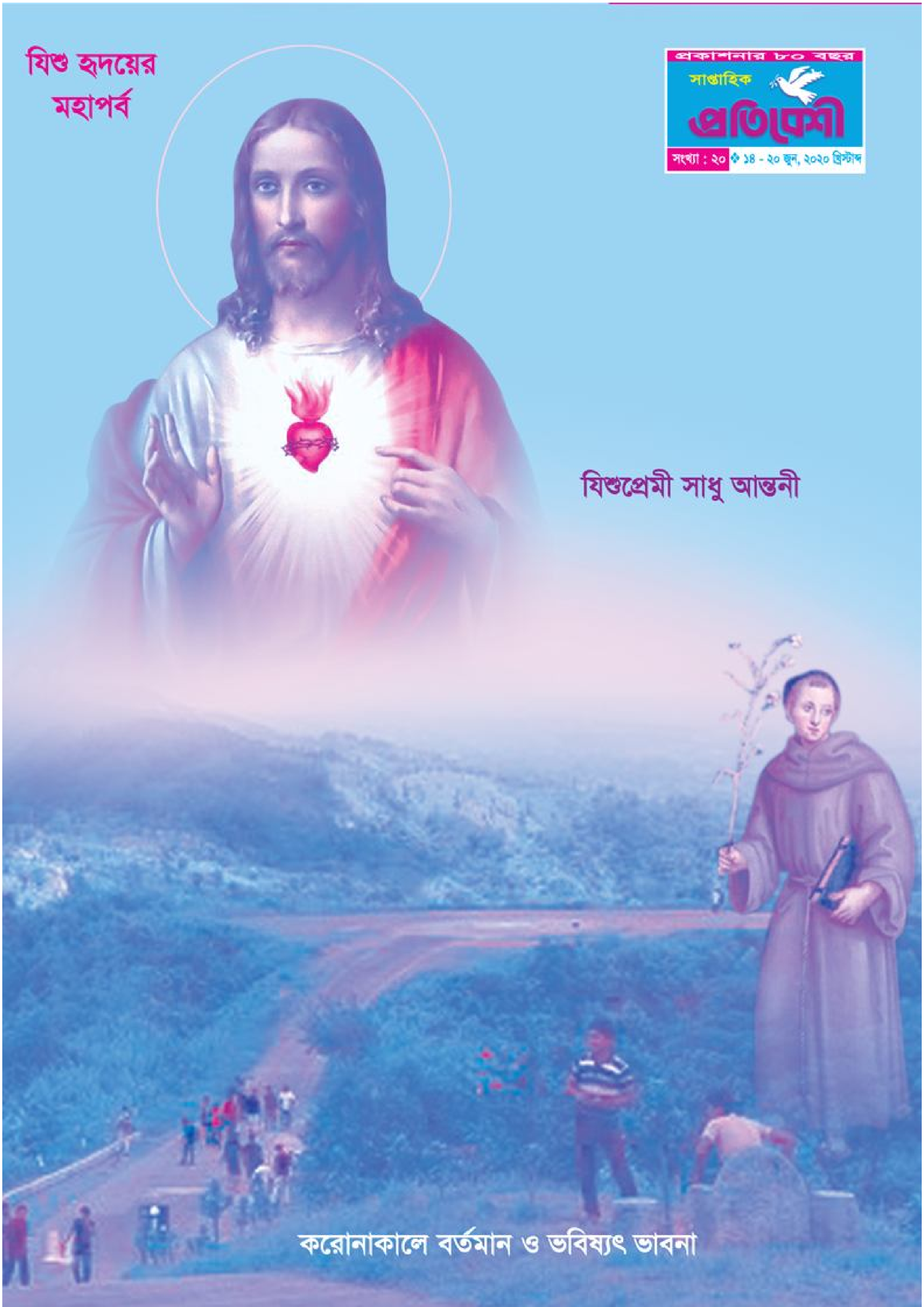

১৩ ফেব্রুয়ারি	১লা ফাল্গুন
১৪ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
২১ ফেব্রুয়ারি	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
৮ মার্চ	আন্তর্জাতিক নারী দিবস
২২ মার্চ	বিশ্ব পানি দিবস
২৩ মার্চ	বিশ্ব আবহাওয়া দিবস
৭ এপ্রিল	বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
১৪ এপ্রিল	বাংলা নববর্ষ
১ মে	আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস
৩ মে	বিশ্ব মুক্ত সাংবাদিকতা দিবস
৪ মে	রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন
মে মাসের ২য় রোববার	মা দিবস
১২ মে	আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস
১৫ মে	আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস
২৫ মে	ঈদ-উল-ফিতর
২৫ মে	কাজী নজরুলের জন্মদিন
২৯ মে	জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী দিবস
৫ জুন	বিশ্ব পরিবেশ দিবস
২০ জুন	বিশ্ব উদ্বাস্তু দিবস
২৬ জুন	মাদকদ্রব্য অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস
জুনের ৩য় সোমবার	বাবা দিবস
জুলাইয়ের ১ম শনিবার	আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস
১১ জুলাই	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
৩১ জুলাই	ঈদ-উল-আযহা
১ আগস্ট	বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস
২ আগস্ট	বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস
৯ আগস্ট	বিশ্ব আদিবাসী দিবস
১২ আগস্ট	আন্তর্জাতিক যুব দিবস
১১ আগস্ট	জন্মাষ্টমী
১৫ আগস্ট	বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী
৮ সেপ্টেম্বর	আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
অক্টোবর মাসের ১ম সোমবার	বিশ্ব শিশু দিবস
১ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
৫ অক্টোবর	বিশ্ব শিক্ষক দিবস
৯ অক্টোবর	বিশ্ব ডাক দিবস
১০ অক্টোবর	বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস
১৬ অক্টোবর	বিশ্ব খাদ্য দিবস
১৭ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস
২৪ অক্টোবর	জাতিসংঘ দিবস
২৫ অক্টোবর	বিজয়া দশমী (দূর্গা পূজা)
১৪ নভেম্বর	বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস
১ ডিসেম্বর	বিশ্ব এইডস দিবস
৩ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস
৯ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন দিবস
১০ ডিসেম্বর	বিশ্ব মানবাধিকার দিবস

১ জানুয়ারি	ঈশ্বর জননীর কুমারী মারীয়ার পর্ব ও শান্তিদিবস
৭ জানুয়ারি	প্রভুর যিশুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব
২ ফেব্রুয়ারি	প্রভুর নিবেদন পর্ব ও বিশ্ব সন্ন্যাসব্রতী দিবস
১১ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব রোগী দিবস, লূর্দের রাণী মারিয়ার পর্ব,
২৬ ফেব্রুয়ারি	ভস্ম বুধবার
১১ মার্চ	কারিতাস রবিবার
১৮ মার্চ	আর্চবিশপ মাইকেল'র মৃত্যু বার্ষিকী
১৯ মার্চ	সাধু যোসেফের মহাপর্ব
৫ এপ্রিল	তালপত্র রবিবার
৯ এপ্রিল	পুণ্য বৃহস্পতিবার, যাজক দিবস
১০ এপ্রিল	পুণ্য শুক্রবার
১২ এপ্রিল	পুনরুত্থান রবিবার
১৯ এপ্রিল	ঐশ করুণার পর্ব
১ মে	মে দিবস, শ্রমিক সাধু যোসেফ
৩ মে	বিশ্ব আহ্বান দিবস
২১ মে	প্রভু যিশুর স্বর্গারোহন মহাপর্ব
১৩ মে	ফাতিমা রাণীর স্মরণ দিবস
৩১ মে	পঞ্চাশত্তমী পর্ব, পবিত্র আত্মার মহাপর্ব
৭ জুন	পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব
১৩ জুন	পাদুয়ার সাধু আন্তনীর পর্ব
১৪ জুন	প্রভুর পুণ্য দেহ রক্তের মহাপর্ব
১৯ জুন	মহাপর্ব, পবিত্র যিশুর হৃদয়
৪ আগস্ট	সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী, যাজক
৬ আগস্ট	প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর
১৫ আগস্ট	কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব
২৯ আগস্ট	দীক্ষাগুরু যোহনের জন্মোৎসব
২ সেপ্টেম্বর	আর্চবিশপ টি.এ গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী
৫ সেপ্টেম্বর	কলকাতার সাধ্বী তেরেজা
৮ সেপ্টেম্বর	কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব
১৪ সেপ্টেম্বর	পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব
২৭ সেপ্টেম্বর	সাধু ভিনসেন্ট দি পল, যাজক স্মরণ দিবস
২৯ সেপ্টেম্বর	মহাদূত মাইকেল, রাফায়েল, গাব্রিয়েলের পর্ব
১ অক্টোবর	ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব
২ অক্টোবর	রক্ষক দূতের মহাপর্ব
৪ অক্টোবর	আসিসি'র সাধু ফ্রান্সিস
১৫ অক্টোবর	বিশ্ব প্রেরণ রবিবারের দান সংগ্রহের ঘোষণা
১ নভেম্বর	নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব
২ নভেম্বর	পরলোগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
১৫ নভেম্বর	বিশ্ব দরিদ্র দিবস
২২ নভেম্বর	খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
২৯ ডিসেম্বর	আগমনকালের ১ম রবিবার
২৫ ডিসেম্বর	শুভ বড়দিন
৩০ ডিসেম্বর	পবিত্র পরিবারের পর্ব

বিশেষ ঘোষণা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র প্রিয় গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী, সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা। করোনাভাইরাস-এর সঙ্কটকালীন সময়ে আমরা আপনাদের সাথে রয়েছি। আপনাদের সহযোগিতায় আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে আমরা দৃঢ় আশাবাদি। তবে করোনা পরিস্থিতির কারণে বিতরণ কার্যক্রম কিছুটা বাধাগ্রস্ত ও সংকুচিত হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের সব স্থানে স্বাভাবিক বিতরণ সম্ভব হচ্ছে না বলে দুঃখিত। পরিস্থিতি বিবেচনা করে শিঘ্রই স্বাভাবিক নিয়মে বিতরণ করার চেষ্টা করবো।

-সম্পাদক

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ২০
১৪ - ২০ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
৩১ জ্যৈষ্ঠ - ৬ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

সবার মাঝে যিশুর হৃদয়ের ভালবাসা চর্চা হোক

জুন মাসকে মাতামণ্ডলী যিশু হৃদয়ের কাছে উৎসর্গ করেছে যাতে করে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা যিশুর হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে যিশুকে চিনতে ও উপলব্ধি করতে পারে। দেখতে পারে মানবজাতির প্রতি যিশুর নিঃস্বার্থ ভালবাসা এবং সে ভালবাসায় স্নাত হয়ে তা যেন পরস্পরের সাথে সহভাগিতা করতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই হৃদয় হচ্ছে ভালবাসার প্রতীক। আর যিশুর হৃদয় হলো মানুষের ভালবাসার উৎস।

যিশুর হৃদয় ভালবাসাতে পূর্ণ। যে ভালবাসাতে রয়েছে ক্ষমা, দয়া, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা-সম্মান, একতা-মিলন, সহযোগিতা-সহভাগিতা। ভালবাসার কারণেই ঈশ্বর মানুষের দুঃখ-কষ্টের সহভাগী হলেন। ভালবাসার ধরণ ও প্রকাশ বিভিন্নমুখী হলেও তা সর্বদা মানুষের মঙ্গল করে। কেননা ভাল বাসনা (নিজের ও অন্যের জন্য) থেকেই ভালবাসা জন্মে। ভালবাসাই পারে সকল কঠিনতাকে জয় করতে।

এ বছর যিশু হৃদয়ের এ জুন মাসে আমাদেরকে যিশুর হৃদয়ের ভালবাসা নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। করোনাভাইরাসের কারণে আমাদের দেশের এই ক্রান্তিকালে দেশের ও মানুষের মঙ্গলের জন্য ভালবাসার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটাতে হবে। কাথলিকদের প্রধান ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস আহ্বান করেছেন, শুধুমাত্র উদ্বৃত্ত থেকে দান করে নয়, যা আছে তা থেকে সহভাগিতা করে এই সময়ে আমরা একজন আরেকজনের পাশে দাঁড়াই। সহভাগিতা-সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মধ্যদিয়ে যিশুর ভালবাসা মূর্ত করে তুলি।

বাংলাদেশে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অনেক মানুষই এই করোনাভাইরাস কালে নিজেদের ধর্মীয় গণ্ডির উর্ধ্বে ওঠে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে ও মানুষের কল্যাণ করতে নিজ জীবন বাজি রেখে কাজ করে যাচ্ছেন। বিশেষভাবে যুব ও তরুণরা যেভাবে নিজেদেরকে ব্যাপৃত করছেন মানবসেবায় তাতে মনে হয় ভালবাসার কাছে করোনাভাইরাস পরাভূত হবে। তবে সচেতন ও সতর্কভাবে সে ভালবাসা প্রকাশ করতে আরো অনেককে এগিয়ে আসতে হবে। অনেকে হয়তো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার এ যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন না। কিন্তু পাশের দরজার দরিদ্র প্রতিবেশীর মুখে কিছুদিনের অন্ন তুলে দিয়ে ভালবাসার সৈনিক তো হতে পারবেন। নিজেকে অতিরিক্ত ভালবেসে অন্যের ভালোটা যদি না দেখি তাহলে আমিও ভাল থাকতে পারবো না। করোনাভাইরাসের এই বৈশ্বিক সংকট আমোদেরকে স্পষ্ট করে বলছে আমাদের ভালো থাকা অন্যদের ভালো থাকার উপরও নির্ভরশীল। তাই ভালবাসার পরিপন্থী যেকাজ তা পরিহার করি। স্বার্থপরতা, স্বাচ্ছন্দ্য, লোভ ও ভোগের বশবর্তী হয়ে কিছু কিছু মানুষ এই দুঃসময়েও নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। এদেরকে প্রশাসন যেমনি কঠোরভাবে দমন করবে ঠিক একইভাবে সামাজিকভাবেও এদেরকে বয়কট করা দরকার যতক্ষণ পর্যন্ত না পরিবর্তিত হয়। ভয়ের কারণে আমরা যেন মানুষের প্রতি ভালবাসা ও দয়া প্রকাশে কঠোর না হই।

আমাদের হৃদয়ও যিশুর হৃদয়ের মতো হয়ে ওঠে যখন আমরা নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসা চর্চা করে অন্যের মঙ্গল কাজ করি। প্রকৃতপক্ষে ভালবাসার মাধ্যমেই আমাদের হৃদয় যিশুর হৃদয়ের মত হয়ে ওঠে। যিশুর পবিত্র হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে অনেকে পূণ্য পথে চলার শক্তি পেয়েছে। আমরাও যেন যিশুর হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে পুণ্য পবিত্র হতে পারি। ✝

'আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে, আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস-জগতের জীবনের জন্য।' (যোহন ৬:৫১)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৪ - ২০ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১৪ জুন, রবিবার
প্রভু যীশুর পবিত্রতম দেহ-রক্তের মহাপর্ব
২য় বিবরণ ৮: ২-৩, ১৪-১৬, সাম ১৪৭: ১২-১৫, ১৯-২০, ১ করি ১০: ১৬-১৭, যোহন ৬: ৫১-৫৮

১৫ জুন, সোমবার
১ রাজাবলী ২১: ১-১৬, সাম ৫: ১-২, ৪-৬, মথি ৫: ৩৮-৪২
বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী'র বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

১৬ জুন, মঙ্গলবার
১ রাজাবলী ২১: ১৭-২৯, সাম ৫১: ১-৪, ৯, ১৪, মথি ৫: ৪৩-৪৮

১৭ জুন, বুধবার
১ রাজাবলী ২: ১, ৬-১৪, সাম ৩১: ১৯-২০, ২৩, মথি ৬: ১-৬, ১৬-১৮

১৮ জুন, বৃহস্পতিবার
বেন সিরা ৪৮: ১-১৪, সাম ৯৭: ১-৭,মথি ৬: ৭-১৫

১৯ জুন, শুক্রবার
যীশুর পরম পবিত্র হৃদয়, মহাপর্ব
মহিমাস্তোত্র, বিশ্বাসমন্ত্র, পর্ব দিনের ধন্যবাদিকা স্তুতি
২য় বিবরণ ৭: ৬-১১, সাম ১০২: ১-৮, ১০, ১ যোহন ৪: ৭-১৬ অথবা মথি ১১: ২৫-৩০

২০ জুন, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার নির্মল হৃদয়, স্মরণ দিবস
স্মরণ দিবসের খ্রিস্টযাগ, বাণী পাঠ ও ধন্যবাদিকা স্তুতি
ইসাইয়া ৬১: ৯-১১, সাম (১ সামুয়েল ২: ১, ৪-৮), লুক ২: ৪১-৫১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৪ জুন, রবিবার
+ ১৯৮০ ফাদার ইউজেনিও পেট্রিন পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৪ ফাদার টমাস বারোজ সিএসসি (ঢাকা)

১৫ জুন, সোমবার
+ ১৯৭৬ ফাদার লুইজি ভেরপেল্লি পিমে (দিনাজপুর)

১৬ জুন, মঙ্গলবার
+ ১৯৯৭ ফাদার বেনোয়া ব্রুনেল সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৭ জুন, বুধবার
+ ? সিস্টার এম এড্রিয়ান আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৯ ফাদার হেনরী পল অবে সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০০১ সিস্টার ইমেল্ডা কস্তা আরএনডিএম (ঢাকা)

১৮ জুন, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৬২ ফাদার পিয়েত্রো, ক্রিভেল্লি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৬ সিস্টার সিলভিয়া ক্লেমেন্ট সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৯ জুন, শুক্রবার
+ ১৯৫১ সিস্টার এম. মানচিন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৬ সিস্টার এম. রেজিনা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮১ ব্রাদার ফ্লেভিয়ান লাপ্লান্ত সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২০ জুন, শনিবার
+ ১৯৭৭ ফাদার আঞ্জেলো দেল কর্ণো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০১ ফাদার লুইজি পিনোস পিমে (রাজশাহী)
+ ২০১৮ ফাদার শ্যামল লরেন্স রেগো (ঢাকা)

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে হতে হবে সচেতন

মধ্য ডিসেম্বর (২০১৯) চীনের উহানে করোনাভাইরাস প্রথম সনাক্ত হয়। এর পর মানুষের মাধ্যমে এ ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যায়। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব আমাদের দেশেও হয়েছে।

এ ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকতে হলে নিজেদের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান পানি দিয়ে হাত পরিস্কার করতে হবে, ৪ ঘন্টা পর পর। বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। হাঁচি-কাশি মানুষের সামনে দেয়া যাবে না, আর যদি দিতে হয় তবে মুখ-নাক কনুই দিয়ে ঢেকে বা টিস্যু দিয়ে ঢেকে হাঁচি-কাশি দিতে হবে, তবে হাত ব্যবহার করা যাবে না। বড় বড় জমায়েত, পাবলিকট্রান্সপোর্ট, সভা, সেমিনার, আড্ডা এ সময় এড়িয়ে চলতে হবে। এ সময় দেশ বিদেশে ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। মানুয়ের সাথে হ্যান্ডশেক বা কোলাকোলি করা যাবে না। হ্যান্ডশেকের পরিবর্তে সালাম দেয়া যেতে পারে বা দু'হাত জোর করে নমস্কার দেয়া যেতে পারে। সকল খাবার (মাছ, মাংস বা সবজি) ভালভাবে সিদ্ধ করে খেতে হবে। মরা পশু-পাখির সংস্পর্শে আসা যাবে না। ঘন ঘন গরম পানি বা শরবত খাওয়া যেতে পারে। হাত ভাল করে পরিস্কার না করে চোখ, মুখ ও নাক স্পর্শ করা যাবে না। কারণ এ তিনটি অঙ্গ দিয়ে এ ভাইরাস দেহে প্রবেশ করতে পারে। এ সময় কাজ না ছাড়া ঘরে অবস্থান করাই ভালো এবং স্বাস্থ্য বিধি পরিপালন করতে হবে। তবে যারা দিন আনে দিন খায় তাদের প্রতি আমাদের সদয় দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। বাড়িওয়ালারা তাদের মাসিক বাড়িভাড়া মওকুফ করতে পারেন। সুখের সংবাদ এই যে, বেশ কয়েকজন বাড়িওয়ালা ইতোমধ্যে বাড়িভাড়া মওকুফের ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁকে সাধুবাদ জানাই। এরূপভাবে আমরা সবাই যার যার অবস্থান থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে আমরা এ রোগ সকলে প্রতিরোধ করতে পারবো। শ্বাসকষ্ট, জ্বর, কাশি বা নিউমোনিয়ার উপসর্গ দেখা দিলে ঘরে থাকতে হবে এবং ডাক্তারের পরমর্শ অনুসারে চলতে হবে। প্রবাসীদের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করতে হবে এবং যে এলাকায় এ রোগের প্রার্দুভাব দেখা দিয়েছে সেই এলাকা পরিহার করতে হবে। জরুরি প্রয়োজনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা আইইডিসিআর এর সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

আমাদের একটি বদ্ধমূল ধারনা রয়েছে যে, আমাকে বা আমার পরিবারকে এ ভাইরাস স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের এ ধারনা একেবারেই ভুল। চীনের মত দেশে, ইতালীর মত দেশে এ ভাইরাস ভয়াবহভাবে সংক্রামিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের মত দেশে এ ভাইরাস সংক্রামিত হতে পারে সহজেই।

তবে করোনা প্রতিরোধে ভয়ের বা আতংকের কোন কারণ নাই। আমরা নিজেরা সচেতন থাকলে করোনা আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না, এই বিশ্বাস আমাদের আছে। তবে এজন্য আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস দরকার। আমরা বীরের জাতি, যুদ্ধ করে মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি অর্জন করেছি। আশা করি, আমরা এ যুদ্ধেও চীনের মত জয় লাভ করবো।

স্বপন রোজারিও

আমি কি জীবন-রুটির জন্য ক্ষুধার্ত!

ফাদার নরেন জে. বৈদ্য

ভূমিকা : কি বার্তা দিয়ে যায় যিশুর দেহ ও রক্তের পার্বণ? How the Eucharist can transform your life? 'খ্রিস্টপ্রসাদ থেকেই খ্রিস্টমণ্ডলী জীবন পায়', এই সত্যটি আমাদের জীবনে কতটুকু সম্পৃক্ত? "যে আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে সে শাশ্বত জীবন পেয়েই গেছে " *(যোহন ৬:৫৪)*। যিশুর এই বাণী আমাদের জোড় তাগিদ দিয়ে বলে যে, মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পার্থিব প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে। খ্রিস্টদেহ রক্তের পার্বণ খ্রিস্টপ্রসাদের বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান, প্রৈরিতিক মিশনারীকাজে খ্রিস্টপ্রসাদ, খ্রিস্টপ্রসাদ জগতের জীবনের জন্য ঈশ্বরের দান, খ্রিস্টপ্রসাদ খ্রিস্ট ও পরস্পরের সাথে মিলন, খ্রিস্টপ্রসাদ এবং কৃষ্টির সাথে সংলাপ, 'খ্রিস্টপ্রসাদ ও সামাজিক ন্যায্যতা' শীর্ষক মূলসুর নিয়ে অনুধ্যান করতে জোড় তাগিদ দেয়।

খ্রিস্টপ্রসাদ ভালবাসা ও একাত্মতার প্রতীক

খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের ফল কি? খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করা ও খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হলো দেহ ও রক্ত গ্রহণকারীরা যেন একাত্ম হয়ে ওঠে। খ্রিস্টযাগে পুরোহিত পবিত্র আত্মার কাছে এই মিনতি নিবেদন করে বলেন: অনুনয় করি, খ্রিস্টের শরীর ও রক্তের সহভাগী হয়ে আমরা যেন পবিত্র আত্মার দ্বারা একাত্ম হয়ে উঠি।

"যে আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে সে আমার মধ্যে বাস করে আর আমি তার মধ্যে বাস করি" *(যোহন ৬:৫৬)*। আমাদের পরস্পরের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়। *(১ম করিন্থীয় ১০: ১৬-১৭)*।

খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের ফলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়। " যে পাত্রটি নিয়ে আমরা আর্শীবাণী উচ্চারণ করি, তা থেকে পান করে আমরা কি খ্রিস্টের রক্তের সহভাগি হয়ে উঠি না ? আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিড়ে টুকরো করি, তাই গ্রহণ করে আমরা কি খ্রিস্টের সহভাগি হয়ে উঠি না? যেহেতু সেই রুটি এক, তাই আমরা অনেক হয়েও এক দেহ কারণ আমরা সকলেই সেই একই রুটির অংশভাগি" *(১ম করিন্থীয় ১০: ১৬-১৭)*।

আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তোলা ও তা সযত্নে রক্ষা করা মানুষের গুরু দায়িত্ব। আধ্যাত্মিক ক্ষুধা ও পিপাসা একমাত্র ঈশ্বরই নিবৃত্ত করতে পারেন। প্রভু যিশুকে পেলে আমাদের জীবন অনাবিল আনন্দে পূর্ণ হয়। যিশু তাঁর নিজ দেহ ও রক্ত দিয়ে আমাদের ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্তি করে মানব জীবনের পূর্ণতা দিতে প্রস্তুত। প্রভু যিশু যখন নিজেকে স্বর্গ থেকে আগত জীবনদায়ী খাদ্য বা রুটির সাথে তুলনা করে উপদেশ দিচ্ছিলেন তখন অনেক লোক তাঁকে

নিন্দা করে বলতে লাগলো : এ কথায় কে-ই বা কান দেয়? একথা যে অবিশ্বাস্য। ফলে বহুলোক তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করে চলে গেল। রইল কেবল বারোজন শিষ্য। এই বারোজনকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : "কী, তোমরাও কি চলে যেতে চাও? *(যোহন ৬: ৬৭)*। আমরাও কতবার ঈশ্বরের কাছ থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে জাগতিক শক্তির উপর নির্ভর করি। খ্রিস্টের উপর বিশ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসে। এই ব্যস্ত জগতে মানুষ নিছক জাগতিক বিষয়কেই পেতে চায়। সে আসক্ত হয় ধন সম্পদে, আসক্ত হয় ক্ষমতা ও পদমর্যাদায়। নিছক জাগতিক আনন্দে মেতে থাকতে চায় মানুষ ! আর এজন্য কত মানুষ স্বার্থপরতা, অন্যায় ও অন্যায্যতার পথ বেছে নিচ্ছে। জগতের ধন সম্পদ, মান সম্মান জ্ঞান গরিমার ক্ষুধা কিন্তু মিটছে না আর মিটবেও না! এমন ক্ষুধা পিপাসা মানুষকে অনেক অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়।

আমি কি আত্মিক খাদ্যের জন্য ক্ষুধার্ত

দুই ধরণের ক্ষুধা। আত্মিক ও শারীরিক খাদ্যের জন্য আমরা ক্ষুধার্ত। দেহ মন ও আত্মা সমন্বয়ে মানুষ আমরা। আমাদের আত্মা রয়েছে। we are physical Being, We are mental being, We are vital being, we are Spiritual Being. সাধু আগস্টিন বলেছেন যে, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মন শান্ত হবে না। (St Augustin's famaous words: Our hearts are restless until they find their rest in You)

যিশুর দেহ ও রক্তে আমার আপনার বিশ্বাস কতটুকু শক্তিশালী গভীর। যখন আমরা প্রভুর বেদীর কাছে উপবিষ্ট হই তখন আমি আপনি কি প্রত্যাশা করি ? নিরাময়, ক্ষমা, সান্ত্বনা, আত্মার বিশ্রাম...। যিশুর দেহ ও রক্তে রয়েছে অনন্ত জীবন। একমাত্র যিশুই অনন্ত শাশ্বত জীবনের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করতে পারেন। আমরা পবিত্র কম্যুনিয়নে (Host) ৩টি অক্ষর দেখি। তার অর্থ হলো - যিশু মানব জাতির মুক্তিদাতা।

I = Iuasus = Jesus,

H = Human, S = Salvator

ভিটামিন সি ও ই : C= Communion,

E = Eucharist

আমরা দৈহিক স্বাস্থ্যে সুস্থ্যতা ও পুষ্টিসাধনের জন্য যখন ডাক্তারের কাছে যাই আর ডাক্তার প্রেসক্রিশন দেন ভিটামিন এ, বি, সি, ডি ই গ্রহণ করার জন্য। আধ্যাত্মিক জীবনে পুষ্টিসাধরেন জন্যও আমাদের ভিটামিন গ্রহণ করা উচিত। আধ্যাত্মিক প্রেসক্রিপশ হলো - ভিটামিন - G A = Attendence in Daily Mass, ভিটামিন - we B = Bible reading, ভিটামিন - সি C = Communion receive ,

ভিটামিন - ডি D = Daily Mass,

ভিটামিন - ই E = Eucharist,

খ্রিস্টপ্রসাদীয় আধ্যাত্মিকতা হোক আমাদের জীবনের পথ চলা।

"যিশু হাতে একখানা রুটি নিলেন; তারপর ঈশ্বরকে স্তুতি- ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সেই রুটিখানি ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করলেন; তারপর তা শিষ্যদের দিয়ে তিনি বললেন : নাও, খাও, এ আমার দেহ" *(মথি ২৬:২৬; দ্রঃ ১ করি ১১:২৪)*, Four key words capture Jesus action. They can refer to Jesus' action in our own lives, like the bread, we are taken/ chosen , blessed, broken and given.

বর্তমান পৃথিবীতে যখন অসংখ্য মানুষ যারা 'খ্রিস্টদেহের অঙ্গ' অথচ তারা ন্যূনতম খাদ্য থেকে বঞ্চিত তাদের প্রতি সেবা-দায়িত্ব পালনই হলো প্রকৃত 'খ্রিস্টপ্রসাদীয় আধ্যাত্মিকতা'। খ্রিস্টযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও অভাবী মানুষের প্রতি সেবাকাজ যে

(১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

যিশুপ্রেমী সাধু আন্তনী

- ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টান পরিবারগুলোর গৃহের অন্যতম একটি শোভা ছিল বাড়ির মূল ঘরে একটি আলতার বা বেদী। যেখানে বিভিন্ন সাধু-সাধ্বী, মা মারীয়া ও যিশুর বিভিন্ন ছবি ও প্রতিকৃতি সজ্জিত থাকতো। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও রবিশালসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খ্রিস্টান পরিবারগুলোতে সুন্দর ও পরিপাটী আলতার দেখে মনটা আনন্দে ভরে যায়। প্রার্থনার ইচ্ছা জাগে। যাজক হিসেবে দেশ-বিদেশের অনেক বাঙালীর গৃহে প্রবেশ করা ও তাদের গৃহের আলতারের সৌন্দর্য দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। যখনই কোন গৃহের আলতারের সামনে গিয়ে প্রার্থনা ও আশির্বাদ দান করি তখনই ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। যখন সন্ধ্যা হলেই বাড়ির ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা কোন পরিবারের আলতারের সামনে বসে রোজারি মালা প্রার্থনা করতাম। আমাদের গ্রামের প্রায় সকল পরিবারের আলতারেই যিশু হৃদয়, মা মারীয়ার ছবি থাকতো। কোন কোন পরিবারে আবার বিশেষ কোন সাধু বা সাধ্বীর ছবিও রাখা হত। আমাদের আলতারে ছিল লাল রংয়ের যিশু হৃদয়ের একটি ছবি, মা মারীয়ার মূর্তি ও সাধু আন্তনীর চিকন লম্বা একটি মূর্তি। ঐ সময়েই এই তিন ব্যক্তিত্বকে খুব আপন করে নিয়ে তাদের কাছে গভীর মনোযোগ ও বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করতাম। আর ফলও পেতাম। কিভাবে যিশু, মারীয়া ও সাধু আন্তনীর প্রতি আমাদের এতো আকর্ষণ এসেছে তা নিয়ে ভাবিনি। তবে পরবর্তীতে বাংলাদেশ খ্রিস্ট মণ্ডলীর ইতিহাস জেনে অনুমান করতে পারি, যাদের দ্বারা আমরা দীক্ষিত হয়েছি সেই পর্তুগীজ মিশনারীরা এবং অনেক বণিকেরা ছিলেন যিশুপ্রেমিক ও মা মারীয়া ভক্ত। আর সাধু আন্তনী যেহেতু পর্তুগালের মানুষ ও গৌরব তাই পর্তুগীজেরা চেয়েছেন যিশু, মারীয়ার সাথে সাধু আন্তনীর ভক্তিটাও যেন তাদের দ্বারা দীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রসার পায়। আর সেক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণই সফল তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। পর্তুগালের অধিবাসী হিসেবে সাধু আন্তনীরও যিশু ও মারীয়ার প্রতি বিশেষ ভক্তি ও ভালবাসা ছিল। পরবর্তী জীবনে খ্রিস্টপ্রসাদে পরম আরাধ্য সংস্কারে উপস্থিত যিশু ও মারীয়ার প্রতি গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস যিশু-মারীয়ার প্রতি সাধু আন্তনীর আকর্ষণ প্রকাশ করে।

খ্রিস্টীয় জীবন যিশুর জীবনকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। যিশুর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও শিক্ষা খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের স্তম্ভ। খ্রিস্টীয় ভক্তি-বিশ্বাসের একটি বিশেষ আসনে যিশু হৃদয়ের স্থান। সর্বজনীন মণ্ডলীতে এ পর্বটি যথার্থ ভক্তি ও আড়ম্বরের সাথে পালনের মাণ্ডলিক নির্দেশনা রয়েছে। যিশুর হৃদয়কে দেখতে ও ধ্যান করতে করতেই আমরা যিশুকে দেখতে ও অনুভব করতে পারি। জুন মাসকে যিশুর হৃদয়ের কাছে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে মাতামণ্ডলী আমাদেরকে সুযোগ দান করে যিশু হৃদয় ধ্যানে যিশুকে চিনতে। সাধারণত এ মাসেই যিশু হৃদয়ের পর্ব পালনের তারিখ একটু আগে পিছে পড়ে। একইভাবে এই জুন মাসেই খ্রিস্টপ্রেমী সাধু আন্তনীরও পর্ব দিবস। মাণ্ডলিকভাবে এ পার্বণটি স্মরণ দিবস হলেও তা বিশ্বের অনেক স্থানের মত বাংলাদেশেরও বিভিন্ন স্থানে ঘটা করেই মহা আনন্দ উৎসবে পালিত হয়। সাধু আন্তনী যিশুর হৃদয়ের ভালবাসা উপলব্ধি করেই যিশুর বাণীপ্রচারের জন্য যেতে চেয়েছিলেন আফ্রিকার মরক্কোতে। সাক্ষ্যমরের রক্তদানে যিশুর ভালবাসার প্রতিদান দিতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীতে অবশ্য ঈশ্বর যেভাবে চেয়েছেন সেভাবে যিশুর ভালবাসায় সাড়া দিয়েছেন। যিশু যেমনি কোমল ও বিনীতভাবে মানুষের মধ্যে থেকে সর্বাবস্থায় মানুষের মঙ্গল করেছেন সাধু আন্তনীও যিশুকে অনুসরণ করে যিশুর মঙ্গল কাজগুলো করতে চেয়েছেন। সাধু আন্তনীর ইচ্ছা ছিল যিশুর হৃদয়ের সাদৃশ্যে নিজের হৃদয়কে গড়ে তোলা; যা আমাদের প্রত্যেকের প্রতিদিনের ইচ্ছা হওয়া দরকার। যিশুর হৃদয়ের কাছে প্রার্থনা করে প্রতিদিন বলি: **হে যিশু, আমার হৃদয়, তোমার হৃদয়ের সদৃশ কর।**

খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে যিশু হৃদয় হল পবিত্রতা, শুদ্ধতার প্রতীক। এ হৃদয় ভালবাসাতে পরিপূর্ণ। যে ভালবাসাতে রয়েছে নিঃস্বার্থপরতা, দয়া, ক্ষমা, একতা, মিলন, সম্মান-শ্রদ্ধা, পরস্পরকে গ্রহণ ও স্বীকৃতি দানের স্পৃহা, সহযোগিতা ও সহভাগিতা। যিশুর ভালবাসা সবার জন্য উন্মুক্ত ও প্রায়োগিক। ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ সকলেই যিশুর ভালবাসায় স্নাত হতে পারে। কেননা সকল মানুষকে ভালবেসেই তিনি এ জগতে এসেছেন এবং নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। যিশুকে ভালবাসার কারণেই আমরা আমাদের হৃদয় তাঁর হৃদয়ের মত করতে পারি। যে হৃদয়ে থাকবে না স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, পক্ষপাতিত্ব, মিথ্যা, ছল-চাতুরী, লোভ-লালসা ও হিংসা-দ্বেষ। সাধু আন্তনী যিশুপ্রেমিক ছিলেন বলেই যিশু হৃদয়ের মূল্যবোধগুলোও তার মধ্যে ফুটে উঠতো। একবার ফ্রান্সিসকান সংঘের চ্যাপ্টারের পর আন্তনীর কর্মস্থল ঠিক হয় মন্তে পাউলো নামক স্থানে। যেখানে তিনি প্রতিদিন ব্রাদারদের জন্য খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার সুযোগ পেতেন। এছাড়াও রান্না-বান্না, ঘর পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার মত সাধারণ কাজগুলো অতি দরদের সাথে করে যেতেন। আন্তনীর সাধারণ জীবন-যাপন ও আটপৌড়ে কাজগুলো দেখে অন্যান্য মঠবাসীরা তাঁকে অশিক্ষিত, সরল প্রকৃতির ধর্মপ্রাণ মানুষ বলেই গণ্য করত। এতে আন্তনী বিন্দু মাত্র কষ্ট পেতেন না। কেননা তিনি তো তুচ্ছ ও অবহেলিত হয়েই থাকতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন খ্রিস্টকে ও তাঁর বাণীকে প্রধানস্থানে রাখতে। আর ঈশ্বরও আন্তনীকে তাঁর বাণী প্রচারের জন্য ব্যবহার করলেন। পরবর্তীতে তার বাগ্মীতা সবাইকে মোহিত করলেও তিনি তা যিশুর বাণীপ্রচারের জন্যই ব্যবহার করেছেন।

পাদুয়ার সাধু আন্তনীর যত ছবি ও প্রতিকৃতি পাওয়া যায় তার অধিকাংশ জুড়েই দেখা যায় শিশু যিশুকে হৃদয়ের কাছে কিংবা পবিত্র বাইবেলকে বুকের কাছে আগলে রাখা বা পবিত্র সাক্রামেন্তের সামনে নতজানু হয়ে রয়েছেন তিনি। এমনিভাবে সমগ্র জীবন ধরেই যিশুকে ঘিরেই সাধু আন্তনী তাঁর সমস্ত কাজকর্ম করেছেন। পবিত্র সাক্রামেন্তে যিশুর জীবন্ত উপস্থিতি সাধু আন্তনীর জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল বলে খ্রিস্টপ্রসাদের প্রতি তাঁর এতো অনুরাগ। সাধু আন্তনীর মতো আমরা যখন ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করি তখন যাঁকে গ্রহণ করি তাঁকে আমাদের জীবনে ধারণ করি। প্রতিদিনকার জীবন যাপনের বাস্তবতায় কত অসহায়, দীনজনের সাক্ষাৎ আমরা পাই তাদেরকে যেন আমরা কোন না কোন ভাবে দয়া করি। তাদের মধ্যে কেউ যেন আমাদের দয়া থেকে বিচ্যুত না হয়। যিশুর হৃদয়ের ভালবাসা তখনই শুধুমাত্র প্রসারিত হতে থাকে। যা সাধু আন্তনী শুরু করেছিলেন তার সময়ে গরীব-দুঃখী, শিশু ও অবহেলিতদের যত্নদানের মাধ্যমে।

সাধু আন্তনী শিশু যিশুর দয়ার মূর্ত প্রতীক। তার মাধ্যমে আমরা কত দয়াই না পেয়ে যাচ্ছি প্রতিক্ষণে। তাই সাধু আন্তনী আমাদের বলছেন, আমরা যেমন যিশুর কাছ থেকে অকৃপণভাবে দয়া পাচ্ছি তেমনি আমরাও যেন দরিদ্রদের, অবহেলিতদের দয়া করি ও প্রেমপূর্ণ সেবায় আত্মনিয়োগ করি। আর এমনিভাবে আমরা হয়ে উঠি প্রভু যিশুর দয়া ও ভালবাসার মূর্ত প্রতীক। অন্যের জন্য ভাল কিছু বাস্তবায়িত করার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকি। যে ভালবাসার উৎস যিশুর হৃদয়। যিশুর হৃদয় আমাদের সকলকে পবিত্র করুক॥

আমাদের পরিবারে সাধু আন্তনী

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

পাদুয়ার অলৌকিক কর্মসাধক মহান সাধু আন্তনী আমাদের কাছে 'সাধু আন্তনী' নামেই সমধিক পরিচিত। আমাদের পরিবারে এই সাধু আন্তনীর সাথে আমার পরিচয় খুব ছোটবেলা থেকেই। বলা যায়, শিশু শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার পূর্ব থেকেই। শৈশবের সোনালী দিনগুলোতে, প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা জপমালা প্রার্থনা শেষে বাড়ির উঠানে খোলা আকাশের নিচে শীতল পাটিতে শুয়ে-শুয়ে মা, ঠাকুমা ও দাদুর মুখে-মুখে সাধু আন্তনীর জীবনী ও গল্প আমরা চার ভাই (বোন নেই) অনেক শুনেছি। রাতে আমরা ঘুমিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের মা আগ্নেশ রীতা গমেজ, গল্পে গল্পে আমাদের কাছে তাঁর বিশ্বাস ও ভক্তি হস্তান্তর করতেন। সে-ই থেকে এই মহান সাধু আন্তনী আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। হয়ে উঠেছেন আমার প্রিয় সাধু ও জীবনাদর্শ। আজ সাধু আন্তনী আমার জীবনের ও আমাদের পরিবারের পরমাত্মীয়। তিনি আমাদের সবার অজান্তে আমাদের পরিবারেই যেন নিরবে নিভৃতে বসবাস করছেন। আমাদের পরিবারের সকলেই সাধু আন্তনীর অনুরাগী ভক্ত। আমার এই লেখায় সাধু আন্তনীকে নিয়ে আমাদের পরিবারে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনা অবতারণা করব। ঘটনাগুলো আহামরি তেমন কিছু নয়; নিতান্ত স্বাভাবিক দু'চারটে বাস্তব ঘটনা। সাধু আন্তনী আমার, আপনার, আমাদের প্রায় সবারই প্রিয় সাধু। আপনার জীবনে ও পরিবারে হয়তো এমন অনেক ঘটনা থাকতে পারে সাধু আন্তনীকে কেন্দ্র করে। আমি আমাদের পরিবারে সাধু আন্তনীকে যেভাবে অবলোকন করেছি তাই এই লেখার বিষয়বস্তু।

১। আমাদের পরিবারে সাধু আন্তনীর আগমন আমার ঠাকুরদা (দাদু) আলফ্রেড গমেজ (শিকারী) এর হাত ধরে। পারিবারিক ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, চল্লিশের দশকে প্রথম দিকে আমার দাদু তাঁর যৌথ পরিবার নিয়ে গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের অন্তর্গত বাঙ্গালহাওলা গ্রাম থেকে পাবনা জেলার ফৈলজানা মিশনের কদমতলী গ্রামে এসে বসতি গড়ে তোলেন। ঐ সময়েই আমার ভক্তপ্রাণ দাদু নানান আসবাবপত্রের সঙ্গে ধর্মীয় প্রতিকৃতি হিসেবে একটি পবিত্র বাইবেল, একটি ক্রুশ ও পোড়ামাটির তৈরি

সাধু আন্তনীর একটি মূর্তি এনে ঘরের আলতারে (ঘরের ভেতর তৈরি ছোট্ট বেদী) স্থাপন করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে বয়োজেষ্ঠ্য ব্যক্তিগণ সাধু আন্তনীকে বলতেন 'ঠাকুর'। 'ঠাকুর' মানে 'পূজনীয় ব্যক্তি'। দাদু প্রতিদিন সকালে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পঞ্চ-রক্তজবা ফুল 'ঠাকুর' সাধু আন্তনীর আলতারে নিবেদন করে আমৃত্যু প্রার্থনা করে গেছেন। আমাদের বাড়ির উঠানের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রায় অর্ধশতবর্ষী ঝাঁপালো পঞ্চ-রক্তজবা ফুলের গাছটি ছিল; যা কিনা আমার দাদু তাঁর সুবিধার জন্য রোপণ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, সাত বছর পূর্বে অর্থাৎ দাদুর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে সেই পঞ্চ-রক্তজবা গাছটিও ধীরে ধীরে শুকিয়ে মারা গেছে।

২। আমাদের পারিবারিক সূত্রে শুনেছি, জন্মের পরবর্তী সময়ে আমার বাবা অন্ধ ছিলেন। তাতে দাদু আর ঠাকুমার দুঃখের অন্ত ছিল না। ঈশ্বরের এ কেমন লীলা! কেননা দুই মেয়ের পরে আমার বাবা-ই দাদুর ঘরে একমাত্র ছেলে। দাদু ও ঠাকুমা দিনের পর দিন অবিরাম প্রার্থনা করতে থাকলেন। একদিন রাতে ঠাকুমা স্বপ্নে দেখলেন, তিনি সাধু আন্তনীকে স্বর্ণের একটি ছোট্ট চোখ মানত দেওয়ার পর বাবা ধীরে ধীরে দেখতে পেয়েছে। পরে বাস্তবেও দাদু ও ঠাকুমা নাগরীর পানজোরায় সাধু আন্তনীর তীর্থে সেই মানত দিলেন। আজও ষাটোর্ধ বয়সী আমার বাবার চোখের জ্যোতি চশমাবিহীন যথেষ্ট স্বচ্ছ-ই বলা যায়।

৩। পরিবারে চার ভাইয়ের মধ্যে আমার স্থান তৃতীয়। ঘটনাটি আমার জন্মের সময়কার। মায়ের গর্ভে যখন আমার নয় মাস চলছে তখন আমার দাদু, ঠাকুমা ও বড়ভাই রনি; এরা তিনজন গাজীপুরের ভাওয়ালে আমাদের আত্মীয়দের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলো। বলা বাহুল্য, আমি যখন মায়ের গর্ভে তখন আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শি সকলেই বলাবলি করছিল যে, এবার নিশ্চয় মেয়ে-ই হবে কিন্তু আমার দাদু তাতে একা ভিন্ন মত পোষণ করলেন। দাদুর এক কথা, তাঁর এবারও নাতী হবে...। তো যেদিন আমি ভূমিষ্ঠ হলাম সেই দিনই আমার দাদু ভাওয়ালে থাকা অবস্থায় হঠাৎ গোঁ ধরে বসলেন, আজই বাড়ি ফিরে যেতে হবে। কেননা গতরাতে ঠাকুর (সাধু আন্তনী) তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছে যে, তাঁর সেই এক নাতীর জন্ম হয়েছে। বলা বাহুল্য, দুই সপ্তাহের নাম করে এসে, ঐ সময়ে মাত্র আড়াই দিন হলো তারা ভাওয়ালে আছেন। এরই মাঝে তারা তিনজন সেদিন তল্পি-তল্লাসহ ভাওয়াল হতে পাবনার দিকে পা বাড়ালেন। তখন আজকের মত যোগাযোগের বিন্দুও ছিল না। তবুও দাদু কেবল সাধু আন্তনীর দেখানো স্বপ্নের ভরসায় বাড়ির দিকে ছুটলেন। সাধু আন্তনী-ভক্ত আমার দাদু জানতেন, আর যাই হোক, 'ঠাকুর'- এর দেখনো স্বপ্ন তো কখনো বিফল হওয়ার নয়! একদিন পর বাড়ির কাছাকাছি অর্থাৎ ফৈলজানা গির্জা সংলগ্ন ইলারিশের দোকানে (বর্তমান কালুর দোকান) এসে শুনলেন, তাঁর আবারও এক নাতীর জন্ম হয়েছে। কথাটি শোনামাত্র-ই দাদু যার-পর-নাই মহোল্লাসে নেচে উঠলেন...।

৪। পোড়ামাটিতে তৈরি আট ইঞ্চি দীর্ঘ সাধু আন্তনীর যে মূর্তিটি দাদু ভাওয়াল হতে সঙ্গে করে এনেছিলেন সেটি একবার ঝড়ের

সময় ঘরের আলতার থেকে পড়ে গলাসহ মাথাটি শরীর হতে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। এরপর দাদুর সঙ্গে সেই অংশটুকু বেশ মজবুত করে আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়েছিলাম। অথচ আবারও এক ঝড়ের সময় মূর্তিটি পড়ে গিয়ে আঠার জোড়াটা খুলে গেল। কিন্তু হায়রে! তখন সাধু আন্তনীর মূর্তির শরীরটা অক্ষত পাওয়া গেলেও গলাসমেত মাথাটি আর খুঁজে পেলাম না। দাদুর সাড়া ঘর তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও না। এতে পরিবারের সকলেই ব্যথিত হয়েছিলাম। এ আবার কি করে সম্ভব? কোথায় গেলো সাধু আন্তনীর মাথার অংশখানি? সেদিন ভোর রাতে আমি স্পষ্ট স্বপ্নে দেখলাম সাধু আন্তনীর মূর্তির ঐ হারানো অংশটুকু। সকালে ঘুম থেকে জেগে প্রথমেই মাকে তা জানালাম। পরে দাদু ঘুম থেকে জাগতেই দাদুকে গিয়ে বললাম, 'দাদু, আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি সাধু আন্তনীর মূর্তির ঐ হারানো মাথাটা তোমার ধানের গোলার ভেতর পড়ে আছে।' দাদু আচমকা পুলকিত হয়ে বললেন, 'ভাই, কস্ (বলিস) কিরে তুই! তাই নাকি!! আয়তো দেহি (দেখি) আমার লগে (সাথে)!!!' পরে দাদুর ঘরে গিয়ে দেখলাম – হ্যাঁ, সত্যিই তাই! ধানের গোলার ভেতরেই সাধু আন্তনীর হারানো...।

৫। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের ঘটনা। আমি তখন অষ্টম শ্রেণিতে। অন্যান্য দিনের মত সেদিন সন্ধ্যায়ও পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা শেষে একসময় রাতের আহার সেড়ে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন আমার দাদু ও মেজদা অনু আমাদের বাড়ির আধাপাকা উত্তরা-ঘরে ঘুমাতো। আর আমি, মা, বাবা ও আড়াই বছর বয়সী আমার ছোট ভাই কাজল, আমরা থাকতাম আমাদের পশ্চিমা-ঘরে। রাত এগারোটা-সাড়ে এগারোটা নাগাদ। হঠাৎ শুরু হলো প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়। বিধ্বংসী কালবৈশাখী ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব-লীলায় মা আমাদের দুই ভাইকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বিছানায় বসে রইলেন। অন্ধকার বিপদ-সংকুল রাত্রি। হঠাৎ পুরো ঘরটি ধচ্‌মচিয়ে আঁকা-বাকা হয়ে গেলো। মা কাঁথা দিয়ে কাজল ভাইকে বুকে জড়িয়ে আমাকে বললেন, জোরে জোরে বিপদভঞ্জন সাধু আন্তনীকে ডাকতে। মা নিজেও কাতরস্বরে একনাগারে সাধু আন্তনীকে ডাকছিলেন। আমিও এবার সুবোধ বালকের মতো সমস্ত শক্তি দিয়ে গলা ফাটিয়ে সাধু আন্তনীকে ডাকতে লাগলাম, 'সাধু আন্তনী! সাধু আন্তনী!! সাধু আন্তনী!!! আমাদের বাঁচাও...!' মায়ের কোলে ছোট ভাই কাজল। আমি ঘরের দরজা জানালা কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। কেননা দরজা জানালাগুলো তখন সঠিক অবস্থানে ছিল না। ঘরের চারটি বেড়া-ই হেলে গেছে। ঘরের চালা আমাদের মাথা ছুঁই-ছুঁই। বাইরে বিদ্যুৎ চমকিয়ে বিকট বিকট আওয়াজে বজ্র পড়ছে। এদিকে আটকা পড়া ঘরের ভেতর আমাদের গলা দিয়ে আর আওয়াজ বের হচ্ছে না। তবুও মা আর আমি ফ্যাঁসফ্যাঁস গলায় সাধু আন্তনীকে ডাকতেই থাকলাম। ঝড় বয়ে যাচ্ছে ঝড়ের মতো, তাণ্ডব-লীলায়। একসময় দেখালাম আমরা তিনজন ঘরের বাইরে আমাদের উঠানে...। সকালে দেখি, গত রাত্রির ঘূর্ণিঝড়ে আমাদের দুমড়ানো-মুচড়ানো ঘরটি হেলে-দুলে পড়ে রয়েছে। দরজা জানালাগুলোও রীতিমতো খিলে আটকা পড়া। অথচ সেই প্রলয়ংকরী রাত্রিতে কিভাবে যে আমরা তিনজন প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম, তা আদৌ বুঝে উঠতে পারিনি।

আসলে ঈশ্বর যাকে ধরে তাকে কখনোই ছাড়ে না। সেই বিধ্বংসী রাতে আমার মা ও আমি; আমরা তো আমাদের ক্ষুদ্র বিশ্বাসের আলোকে সাধু আন্তনীকেই জাপটে ধরেছিলাম, ছাড়িনি। আর সাধু আন্তনী ও হয়তো ঈশ্বরকে ততক্ষণ ছাড়েননি যতক্ষণ না আমরা প্রাণে বাঁচি। আমি বিশ্বাস করি, নিখিল সাধু-সাধ্বীগণ ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী; মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের কাছে অনুনয়কারী। তাঁরা সর্বদা ঈশ্বরের সম্মুখে বর্তমান। আমার সন্ন্যাসব্রতীয় জীবনে এবং আমদের পরিবারে সাধু আন্তনী যুগ যুগ ধরে সমাদৃত, প্রভু যিশু খ্রিস্টের একজন অনুগ্রহভাজন হিসেবে। আমি আমার পরিবার; তথা আমার মায়ের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে বিশ্বাস, যে ভগবদপ্রেম পেয়েছি তা-ই আমার আজীবনের বিশ্বাসের ভিত্তি। আমরা আমাদের সরল বিশ্বাসের দ্বারা সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় তাঁর সাহায্য কামনা করে প্রার্থনা করি। আর সাধু আন্তনী আমাদের নামে, আমাদের পক্ষে সে-ই প্রভু যিশু খ্রিস্টের নিকট অনুনয় প্রার্থনা করেন; যে প্রভু যিশু খ্রিস্ট কিনা তাঁর-ই কোলে পরমাসনে, পরমালিঙ্গনে, পরমপ্রেমে যুগ যুগ ধরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। জয়তু! জয়তু!! অলৌকিক কর্মসাধক মহান সাধু আন্তনী...!!! ❑

মানুষের অবনতি

পদ্মা সরদার

পাখি কোথায় তোমার ঘর
কোথায় তোমার বাড়ি
কারা তোমার আপন জন
জানতে কি আমি পারি?
কোথায় পাও খাদ্য তুমি
কে এনে দেয় জামা
কে তোমাকে শাসন করে
কোথায় যেতে মানা?
পাখি শূন্যে ভাসে
আর আমায় দেখে হাসে,
বলে- আকাশ আমার সীমানা
পাতায় আমার ঘর
যা পাই তাই খাই
কেউ নেই তো পর।
খাই-দাই গান গাই
বাতাসে বেড়াই দুলে
মাঝে মধ্যে মানুষ দেখে
চমকে ওঠে পিলে।
জাতে -পাতে বাছ বাচাই
ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই
তবুও মানুষ করে যায়
আভিজাত্যের বড়াই।
ডান হাতে চাই টাকা কড়ি
বাম হাতে চাই ক্ষমতা
মানুষ পোড়ায় মানুষকে
নেই তো তাদের মমতা।
এক ভাই শুনি মসজিদে গিয়ে
গুলি করে মারে
অন্য ভাইরা শোধ নেয়
গির্জায় বোমা বিস্ফোরনে।
ঝরে গেলো শতশত প্রান
চলে গেলো আপনজন
কেউ কাউকে পাবেনা ফিরে
কাদলে আজীবন।
মানুষে মানুষে বড়াই এতো
ধর্ম বর্ণ নিয়ে
আমরা অনেক সুখে আছি
আকাশ পাড়ি দিয়ে।
কে বলে মানুষ এদের
ঘেন্না করে ভেবে
আমার অনেক কাজ আছে বলে
পাখি চলে গেলো রেগে।
অনেক সমায় ভেবেছি বসে
যা বলেছে ঠিক
মানুষ হয়ে মোর গর্ব কোথায়
ধিক মানুষে ধিক।

সর্বজন প্রিয় পাদুয়ার সাধু আন্তনী

নোয়েল গমেজ

ভূমিকা : দু'টি অক্ষর মিলে একটি শব্দ বা বাক্য তৈরী হয়; যেমন-"সাধু"। সাধু আন্তনী পৃথিবীর সাধু হিসেবে পরিচিত। যিনি যিশুর উত্তম বাণী প্রচারক, ন্যায় পরায়ণ, সততা, ধার্মিকতা, সরলতা, গরিবের বন্ধু, পাপীর মন পরিবর্তনকারী, নম্রতা ও পবিত্রতার আদর্শ, আরাধ্য সাক্রামেন্তের একনিষ্ঠ ভক্ত, দরিদ্রতা-প্রেমিক, মারীয়ার উৎসাহী সন্তান, মণ্ডলীর একজন আচার্য হিসাবে খ্যাত। ভক্ত জনগণের বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক জীবনের শক্তি ও অনুপ্রেরণা। তিনি হলেন আমাদের সবার প্রিয় সাধু আন্তনী। পর্তুগালের অধিবাসী হলেও তিনি ইতালির পাদুয়ার সাধু আন্তনী বলে পরিচিত হলেন। মণ্ডলীর এই সাধু ন্যায়-নিষ্ঠ ও পবিত্র জীবন-যাপন করে ঈশ্বরের বিশেষ প্রীতিভাজন হয়েছেন এবং মাতামণ্ডলী তাঁকে স্বীকৃতিও দিয়েছেন। যিশুর আদর্শ, শিক্ষা ও মূল্যবোধকে নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করে, তিনি ঐশ্যরাজ্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাই সাধু আন্তনী অত্যন্ত পূজনীয়, আদর্শ পুরুষ। তিনি হলেন সাধক, সৎ, মহৎ, সহিষ্ণু, কর্মঠ মহাপুরুষ। সাধু আন্তনীকে বহু পরীক্ষা প্রলোভন জয় করতে হয়েছে, এজন্য সবসময় যিশুর প্রতি বিশ্বাস রেখে প্রার্থনা করে যেতেন। এভাবে তিনি বিশ্ববিখ্যাত "সাধু" হয়ে ওঠেন। তাই সকল মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় ঠাঁই নিতে পেরেছেন তিনি।

পাদুয়ার সাধু আন্তনী বলে পরিচিত হলেও আমরা তাঁকে পানজোরার সাধু আন্তনী বলে জেনে থাকি। তাই নাগরীর পানজোরার সাধু আন্তনীর তীর্যোৎসব দিন দিন আরও ব্যাপকতা লাভ করে। ইতালির চেয়ে বাংলাদেশে ভক্তদের ভক্তি স্রোতধারা স্থায়ীভাবে প্রচলন হয়ে উঠায় তিনি "পানজোরা সাধু আন্তনী" হিসেবেই বেশি পরিচিত। পানজোরা সাধু আন্তনীর তীর্থস্থান বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের সর্ববৃহৎ তীর্থস্থান। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই আগমন ঘটে, পানজোরার এই পার্বণ উৎসবে।

আলৌকিক কর্মসাধক সাধু আন্তনীর টানে বছরে একবার মানুষ এ তীর্থ মন্দিরে আসে একা একা বা দলবেঁধে। সকলেরই মনের বাসনা তিনি পূরণ করেন স্বর্গীয় শক্তি দিয়ে। ভক্তগণরা আসে তাদের দৈহিক সুস্থতা, পরিবারের মঙ্গল কামনার জন্য। সাধু আন্তনী কাউকে খালি হাতে ফেরায় না। বহু মানুষ তাঁর কাছে মানত করে বিভিন্ন ফল লাভ করে। অসংখ্য অসুস্থ ব্যক্তি দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করেছে। কারো কোন জিনিস হারিয়ে গেলে বা কোন স্থানে রেখে ভুলে গেলে সাধু আন্তনীর কাছে প্রার্থনা করে তা ফিরে পাওয়া যায়। মহা জ্ঞানী, মহান সাধু আন্তনীর নাম বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। তাঁর আলৌকিক কাজ, বাণী প্রচার মানুষকে মুগ্ধ করতো। তাঁর সরলতার জন্য স্বয়ং প্রভু যিশু খ্রিস্ট শিশু হয়ে তার কোলে আশ্রয় নিয়েছিল। অনেক বন্ধ্যা নারী পেয়েছে মাতৃত্বের স্বাদ। মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েও অনেক মানুষ জীবন ফিরে পেয়েছে। পানজোরার সাধু আন্তনী জনপ্রিয়তা দীর্ঘদিন ভক্তদের বৃদ্ধির প্রধান কারণ। পানজোরাই খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় এবং পবিত্র তীর্থস্থান।

পহেলা ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে শুক্রবার, হাজার হাজার বিশ্বাসী ভক্তের উপস্থিতিতে, পানজোরার সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব। উদ্‌যাপিত হলেও আমি তীর্থোৎসবে যেতে পারিনি। তবে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ২ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার, সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসবে গিয়েছিলাম। প্রথম খ্রিস্টযাগ শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। শীতের সকাল, খ্রিস্টযাগ শুরু হলো। সামিনার কাপড় ভেদ করে কুয়াশার জল টপ্-টপ্ করে আমার মাথায়, হাতে পড়ছিল। মনে হলো-সাধু আন্তনীর আশীর্বাদের জল পড়ছে। ভক্তি ভরে খ্রিস্টযাগ শুনলাম। খুবই ভাল লেগেছিল। এই অন্য রকম, মিলন ও আনন্দের অনুভূতি। ভাবলাম সারা দিন বসেই খ্রিস্টযাগ শুনি। তাতো সম্ভব নয়। দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ শুরু হবে, অন্য খ্রিস্টভক্তদের বসার জন্য আসন ছেড়ে দিতে হবে। সবচেয়ে ভাল লেগেছে যখন খ্রিস্টযাগ শেষ হলো-যাবার সময় আশীর্বাদের বিস্কুট বিতরণের সাথে সকল খ্রিস্টভক্তকে "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সংখ্যা" হাতে তুলে দেওয়ার জন্য, প্রতিবেশী অফিসকে, সেই সাথে সম্পাদক সাহেবকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ। এমনিভাবে সাধু আন্তনীকে নিয়ে বিভিন্ন প্রকাশনের মাধ্যেমে যিশুর বাণীকে প্রচার করার সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সবারই দরকার॥ ❑

এসো পজেটিভ হই

হেমন্ত রড্রিক্স

এসো আমারা সবাই
একটু পজেটিভ হই ।
পরচর্চা, পরনিন্দা, দ্বন্দ্ব
শপথ নেই, আজ হতে
সবই করবো বন্ধ ।

যদি সম্ভব হয় দুঃসময়ে,
চলো কারো পাশে যাই,
কেন যাবো, পিছু নিবো,
যদি না পারি দুঃখ নাই ।

যদি কেউ সুখে থাকে,
আমরা কী সে সুখে
প্রকৃতই সুখী হই?
চলো না ভাই সবাই
একটু পজেটিভ হই ।

যখন এলো মহামারী,
সবাই করে দৌড়া-দৌড়ি,
কী যে ভীষণ মারামারি,
জিনিস নিয়ে কাড়াকাড়ি !
মূল্য নিয়ে বাড়াবাড়ি,
কেউ বা করে পুকুর চুরি!

আজ হাহাকার, মহা দুঃসময়,
চতুর্দিকে তীব্র আর্তনাদ,
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি হার মানলো ।
পারলো না করতে প্রতিবাদ ।

সকল শক্তির উৎস কোথায়,
কোথায় সমাধান?
সদাই কী আমরা করি
সৃষ্টির অপমান?

আমরা কী বিবেকবান নই?
সচেতন নই, আত্মত্যাগী নই?
কী আসে যায়,
নিজেকে বদলাই
চল না সবাই মিলে
একটু পজিটিভ হই ।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করোনাকালে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাবনা

ড. আলো ডি'রোজারিও

১। কয়েক মাস হয় আমরা করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করছি। কারো জানা নেই আর কতদিন এইভাবে চলবে। আমাদের দেশের অগ্রগতির খবর এই করোনাকালেও থেমে নেই। এই বছরের বোরো ধানের বাম্পার ফলনে বিশ্বে ধান উৎপাদনে আমরা তৃতীয় স্থানে পৌঁছে গেছি। বাংলাদেশের এই তৃতীয় স্থানে উঠে আসার আগে ইন্দোনেশিয়ার দখলে ছিল এই স্থানটি, ইন্দোনেশিয়ার বর্তমানের স্থান এক ধাপ পিছিয়ে গিয়ে হয়েছে চতুর্থ। বিশ্বে ধান উৎপাদনে প্রথম স্থানে আছে ভারত আর দ্বিতীয় স্থানে চীন। ধান উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম ১০টি দেশ- ভারত, চীন, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, ভিয়েতনাম, মায়ানমার, ফিলিপাইন, ক্যাম্বোডিয়া ও পাকিস্তান। ধান উৎপাদনকারী প্রথম দিককার এই ১০টি দেশই রয়েছে আমাদের এশিয়া মহাদেশে। বিশ্বে প্রায় ৩৫০ কোটি মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত বা চাল হতে তৈরী অন্যান্য খাবার। আর বিশ্বের চাল ব্যবহারকারীদের ৯০ শতকরাই বসবাস করেন এশিয়া মহাদেশে। কয়েক বছর হয় আমাদের দেশ বাংলাদেশ মোট বাৎসরিক প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ধান উৎপন্ন করছে। তাই কিছু কিছু উন্নত মানের চাল বাংলাদেশ রপ্তানি করতে পারছে।

আমরা সবজি ও ফল রপ্তানি করছি অনেক বছর যাবৎ। ডিম, মাছ ও মাংস উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছি। এখন বাড়তি নজর দিতে হবে ডাল, সরিষা, পিঁয়াজ, রসুন ও আদা উৎপাদনে, এই বিষয়ে জোর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। বর্তমানের এই সংকটকালে আমাদের মধ্যে যাদের সুযোগ আছে, জমি আছে ও কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে তারা বাড়ির আশেপাশে চাষবাস শুরু করতে পারি। অনেকে নিশ্চয় ইতোমধ্যে শুরুও করেছেন, তাদেরকে জানাই অভিনন্দন। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারংবার আহ্বান জানাচ্ছেন, প্রতি খন্ড চাষাবাদযোগ্য জমিতে কিছু না কিছু উৎপাদন করতে। তাতে আমাদের ভবিষৎ খাদ্য সুরক্ষা আরো জোরদার হবে। ভবিষ্যৎ খাদ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে অন্যান্য আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে আমরা আরো বেশী সময় দিতে পারবো।

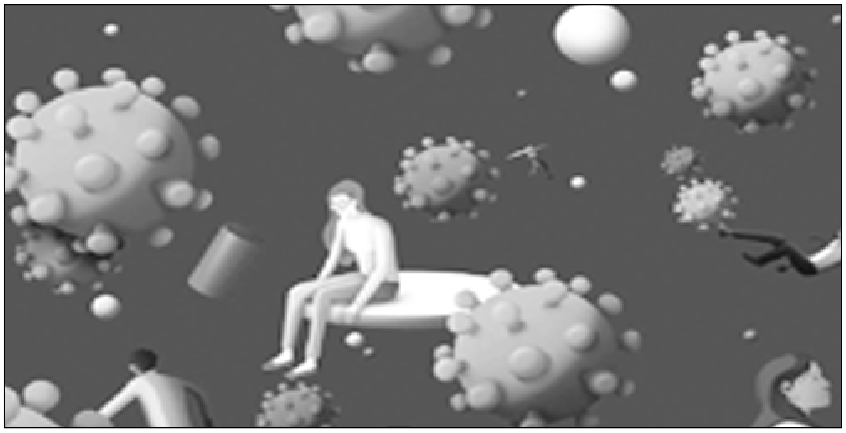

২। আমরা জানি, বর্তমানের এই করোনা সংকটের উৎপত্তি চীন দেশে এবং সেখান থেকেই এটা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তা কীভাবে ঘটেছে, এটা কী মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ঘটনা না প্রাকৃতিকভাবে ঘটা বিষয়, এখনো তা স্পষ্ট না। এই বিষয়ে একাধিক থিওরী বাজারে প্রচলিত এবং সেসব থিউরী অদ্যাবধি তদন্তাধীন বলে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে প্রকৃত সত্য জানতে। আশা করি, প্রকৃত সত্য জানতে আমাদের আর বেশিদিন অপেক্ষায় থাকতে হবে না। তবে একটা বিষয়ে অনেক দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ একমত যে, শুরুর দিকে চীন করোনা বিষয়ে তথ্য গোপন করেছে, ফলে অনেক দেশ করোনার ভয়াবহতার প্রকৃত চিত্র বুঝে উঠতে পারে নি। তাদের অভিমত, চীন যদি এই বিষয়ে তথ্য গোপন না করত তবে করোনার আক্রান্তের সংখ্যা ও এর ফলে মৃত্যুর হার আরো কম হতো।

করোনা বিষয়ে চীনের ভূমিকায় সন্দেহের জেরে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে এবং আরো কিছু হয়ত ঘটতে যাচ্ছে। যা যা ঘটেছে সেসব বাদ দিয়ে যদি ভবিষৎ পানে তাকাই তবে এটা স্পষ্টতর হচ্ছে যে বিশ্বের অনেক দেশই চীনের ওপর নির্ভরতা কমাবে, চীন থেকে রপ্তানী কমিয়ে দিবে, তাদের কারখানা ও প্ল্যান্ট চীন থেকে সরিয়ে অন্য কোন সুবিধাজনক দেশে নিয়ে যাবে। জাপান সরকার তো ইতোমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছে কোটি কোটি ডলারের, যা কী না সাহায্য হিসেবে দেয়া হবে সেসব জাপানী কোম্পানীকে, যারা চীন হতে তাদের কোম্পানী সরিয়ে আনবে। জাপানের জনপ্রিয় সনি কোম্পানী চীন হতে সরে আসার কথা ইতোমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে। আরো কয়েকটি জাপানী কোম্পানী এই বিষয়ে উদ্যোগ-আয়োজন শুরু করেছে।

পৃথিবীর সব অতীত সংকট থেকে একটি অভিন্ন শিক্ষা, যেকোন সংকট নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে। করোনাকালে ও সামনের দিনগুলোতে বিশ্বের নতুন নতুন সুযোগে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ কতটুকু হবে? এটা নির্ভর করবে আমাদের গবেষক, উন্নয়নবিদ, পরিকল্পনাবিদ, ব্যবসায়ী, ব্যাংকার ও আমলাদের যৌথ প্রয়াস এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সুদূরপ্রসারী কৌশল গ্রহণ করার দক্ষতার ওপর। এই বিষয়ে ভারত অনেকটা এগিয়ে, তারা ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছে, চীন হতে সরে আসা কোম্পানীগুলোর জন্য যে জায়গাটি বরাদ্দ করা হচ্ছে তার আয়তন হবে ইউরোপের দেশ লুক্সেমবুর্গের দ্বিগুণ।

৩। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন ও বিশ্ব খাদ্য সংস্থার পূর্বাভাস মতে করোনা ভাইরাসের বর্তমান এই দাপটিয় প্রভাব যদি বিশ্বব্যাপী আরো কয়েক মাস স্থায়ী হয় তবে আগামী বছরের শুরুতে বিশ্বের অনেক দেশে চরম দরিদ্রদের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। দ্বিগুণ হয়ে যাবে দরিদ্রদের সংখ্যাও। নতুন করে আরো ৬০ কোটি মানুষ দরিদ্র হয়ে পরবে। দৈনিক যাদের সর্বোচ্চ আয় ১.৯০ ডলার বা বাংলাদেশী টাকায় সর্বোচ্চ ১৬২ টাকা, তাদের চরম দরিদ্র বলা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে দরিদ্র ও অতি দরিদ্রদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতকরা বা ৩ কোটি ৪০ লক্ষ, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৭ কোটি ধরে হিসেব করলে। ভেবে ঠিক বুঝতে পারছি না, আবার

কোন্ অন্ধকারের পানে হবে আমাদের যাত্রা! আমরা কি আবার পিছিয়ে পরব? আমাদের গত এক দশকের কষ্টার্জিত অর্জন ও অগ্রগতি কী করোনা নামক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাস তছনছ করে দিবে? নিশ্চয় না। আমাদের ভেবেচিন্তে এগুতে হবে যেন গতি কিছুটা মন্থর হলেও আমরা উন্নয়নের ধারা ধরে রাখতে পারি।

আমাদের জাতীয় আয়ের প্রধান তিনটি খাতের (তৈরী পোশাক, প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ ও কৃষি) বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর উদ্যোগ সরকারসহ সংশ্লিষ্টরা নিচ্ছেন, বেক্সিমকো ফার্মার ৬৫ লাখ মাস্ক যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী গত ঈদের দিনে শুরু করা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পাশাপাশি সেবা খাতের, বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবা ও আইটি ভিত্তিক সেবাদানের ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের চাহিদা দেশে ও বিদেশে প্রচুর বাড়ছে বিধায় এই সুযোগটাই আমাদের সামনে একদম খোলা। কি দেশে কি বিদেশে স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যাপক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটবে। তাই লাগবে বাড়তি জনবল, স্বাস্থ্য, গবেষক, ডাক্তার, নার্স, হেলথ-টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবাদানকারী। এখনই উদ্যোগ নিলে, সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে প্রশিক্ষিত করলে, বিশ্ব বাজার উন্মুক্ত হবার সাথে সাথেই আমাদের দেশের চাহিদা মেটানোর পরও স্বাস্থ্যসেবাখাতের অনেককে আমরা বিদেশে পাঠাতে পারবো। এই সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

৪। আমি আগে বিভিন্ন মাংস কিনতে যে যে দোকানে যেতাম সেসব দোকানে আর যাই না। ফোন করলে মাংস বাসায় পৌঁছে দেয়। মাংসের দাম নিচ্ছে আগেরটাই, যেই দামে দোকানে গিয়ে কিনতাম। একইভাবে মাছও কেনা যাবে, অনেকগুলো ফোন ও ম্যাসেজ পেয়েছি পছন্দের মাছ সরবরাহ করা বিষয়ে। এখন পর্যন্ত মাছ কিনছি বাসায় থেকেই, মাছওয়ালাদের কাছ হতে। ঈদের আগের দিন আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড: আবদুর রাজ্জাক একটি সুখবর দিলেন, বিকল্প বিপনন বিষয়ে, যা হচ্ছে অ্যাপস্ ভিত্তিক শতাধিক এজেন্সীর সমন্বয়ে ও যৌথ প্রয়াসে, কৃষিজ দ্রব্য কৃষকের ক্ষেত থেকে সরাসরি ভোক্তার দোরগোরায় পৌঁছে দেবার জন্যে। এই সময়োপযোগী উদ্যোগ যার নাম- ফুড ফর নেশন, কৃষকদের উৎপাদিত দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে, ভোক্তারাও সহজে ও সঠিক দামে চাল, তাজা শাকসবজি ও পরিপুষ্ট ফলমূল পাবেন। অ্যাপস্ ভিত্তিক যাতায়াত সেবা নেয়া, খাবার কেনা, বইসহ অন্যান্য সামগ্রী কেনাকাটা তো আগে থেকেই চলছে; বর্তমানে তা দ্রুত বাড়ছে।

এখন এই করোনাকালে বাস্তবতা হচ্ছে- হোম অফিস, ভার্চুয়াল মিটিং, ভিডিও তৈরী ও আপলোডিং, ওয়েভিনার, নেটভিত্তিক ভর্তি, ক্লাশ ও পরীক্ষা। ফোন, নেট ও অ্যাপস্ ভিত্তিক বিকল্প সেবাই আমাদের অর্থনীতি ও জীবন-জীবিকাকে সচল ও গতিশীল রাখবে বহুলাংশে। এই খাতে লক্ষ লক্ষ দক্ষ জনবল লাগবেই লাগবে। ঘরে থাকা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার এই নতুন পরিস্থিতির বাস্তব পদক্ষেপ হচ্ছে, বিকল্প পথে সেবা, বিকল্প ভাবে বিপনন, বিকল্প উপায়ে শিক্ষা, বিকল্প ধারায় ব্যবসা; আর এসবের জন্য চাই- পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও পুঁজি। আমাদের সরকার চারটি ব্যাংকের মাধ্যমে দুই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে যেন করোনার এই সংকটকালে যুবকসহ নতুন উদ্যোক্তাদের পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও পুঁজি দিয়ে কর্মসংস্থান ব্যবস্থা করা ও উদ্যোক্তা তৈরী করা যায়। সরকারের পাশাপাশি আমাদের এনজিও ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এই বিষয়ে প্রাক্-সমীক্ষা চালিয়ে বাজারের চাহিদা ভিত্তিক উদ্যোগ নিতে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫। অতীতের বিভিন্ন মহামারীকে উপজীব্য করে লেখা হয়েছে বেশ কয়েকটি নাম করা উপন্যাস। মহামারীকে ঘিরে এবারও নিশ্চয় লেখা হবে শত শত লেখা, ডজন ডজন গল্প ও উপন্যাস, যার মধ্যে কিছু কিছু হয়ে যাবে কালজয়ী। গল্প ও উপন্যাসের পাশাপাশি থাকবে গবেষণাধর্মী লেখাও। গল্প ও উপন্যাস আমাদের সামনে তুলে ধরে মানুষের সুখ-দুঃখের জীবন, তা বাস্তবে যেমন আছে। আর গবেষণাধর্মী লেখা আমাদের বলে দেয়, জীবনটা কেমন ছিল, কেনো জীবনটা এমন হলো, কী কী করলে ভবিষতে জীবন আরো ভালো হবে। বর্তমানে মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস আরো বেশি বেশি গবেষণাধর্মী কাজ করতে আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

- কাজের ধারায় আমূল পরিবর্তন আনতে
- সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের গল্প সংগ্রহ করতে,
- কারিতাসসহ মণ্ডলীর অন্যান্য উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক গবেষণাগার হতে,
- সংগৃহীত জীবনের গল্প, ভালো উদাহরণ ও অভ্যাস বিশ্লেষণ করতে,
- অনুধ্যানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের যাপিত-জীবনের ধারা ও প্রত্যাশা উপলব্ধি করতে,
- প্রার্থনা ও সংহতি প্রকাশের মাধ্যমে তাদের সাথে একাত্ম হতে,
- সমন্বিত মানব উন্নয়নে যারা ব্রতী ও উদ্যোগী তাদের সহযোগী হতে,
- মূল্যায়ন করে নতুন শিক্ষা নিতে ও সে শিক্ষা কাজে লাগাতে,

মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস ভাতিকানের সমন্বিত মানব উন্নয়ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজের প্রতিনিধিদের সাথে গত তিন মাসে অনুষ্ঠিত একাধিক সভায় অন্যান্য আরো বিষয়ের সাথে বিশেষ জোর দেন- বিশ্বাস, প্রার্থনা, মঙ্গলবাণী প্রচার, মঙ্গলসমাচারের আলোকে জীবনযাপন ও দয়ার কাজের ওপর। তিনি প্রশ্ন রাখেন, মণ্ডলী ও কারিতাস এর মিশনারী ভূমিকায় একত্রে যদি দয়া ও সমন্বিত মানব উন্নয়নের কাজ না করে তবে কে তা করবে? তিনি পরামর্শ রেখেছেন, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে নৈতিক ও প্রতিবেশগত উন্নয়ন বিবেচনায় নিয়ে সমন্বিত মানব উন্নয়ন করতে।

৬। কথায় বলে, গুড় অন্ধকারেও মিষ্টি লাগে। অর্থাৎ ভালো জিনিসের গুনাবলী সবখানে ও সবসময় অপরিবর্তিত থাকে। যেমন প্রকৃত ভালো মানুষ কোন পরিস্থিতিতেই পাল্টায় না। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, সুযোগ পেলেই যারা খারাপ তারা আরো বেশি খারাপ হয়। যেকোন সংকটে তাই শিশু নির্যাতন বাড়ে, মানব পাচার বাড়ে, মানুষ বেশি বেশি ফাঁদে পড়ে, পতিতাবৃত্তি নতুন গতি পায়, গৃহে সহিংসতা বাড়ে, বেড়ে যায় বাল্যবিবাহ, মাদকদ্রব্যের ব্যবসা ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, বেড়ে যায় পর্ণোগ্রাফির ব্যবহার ও খুন-খারাপি। গত তিন মাসে ফিলিপাইনে ডিজিটাল শিশু পর্ণোগ্রাফির ব্যবহার তিন গুণ বেড়েছে, থাইল্যান্ডে গৃহ-সহিংসতা হয়েছে দ্বিগুণ, বাংলাদেশে বেড়ে গেছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন। অন্যান্য নেতিবাচক খবরও দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন গণমাধ্যমে।

আমরা সকলে সাবধানে থাকবো, সতর্ক থাকবো। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে সাহায্যের হাত বাড়াবো, প্রয়োজনে অন্যের সাহায্য নিব। ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে প্রার্থনা করবো। সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে ও সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিজেদের ও প্রতিবেশীদের নিরাপদ রাখবো। নিজের ভালো-মন্দ বিবেচনা করার সময় অন্যের ভালো-মন্দও বিবেচনায় নিবো। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের সকলের সহায় হোন॥ ❑

বাবার ত্যাগস্বীকার

সিস্টার মেরী জেনেভী এসএমআরএ

চিঠিটা পড়ে দু'চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না অনুতপ্তের বাবা। অঝরে কাঁদছেন তিনি। বুকটা ফেঁটে যাচ্ছে নিজের একমাত্র আদরের ছেলের জন্যে। আর কাঁদবেনই না কেন; নিজের ছেলেকে আধ-মরা অবস্থায় রাস্তায় পেয়ে হাসপাতালে এনেছিলেন চিকিৎসার জন্য কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ হতে না হতেই হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেল! নিজেকে ব্যর্থ বাবা মনে করছেন তিনি। চিঠিটা তিনি পেয়েছেন হাসপাতালের যে বিছানায় তার ছেলে ছিল সেই বিছানায়। হাসপাতালে ভর্তি করানোর দুই দিন পরে ছেলে যখন কিছুটা সুস্থ হতে চলেছে তখন একদিন সকালে হাসপাতালের বাহিরে যান কিছু খাবার কেনার জন্য আর বাহির থেকে ফিরে এসেই দেখেন তার ছেলে নেই কিন্তু সেখানে রয়েছে ছেলের হাতে লেখা একটি চিঠি। চিঠির লেখাগুলো ছিল এই রকম; "প্রিয় বাবা, আমাকে ক্ষমা করে দিও। আমি অনেক খারাপ। আমি তোমার ছেলে হবার যোগ্য নয়। তোমার সাজানো সংসার, তোমার স্বপ্ন আমি ভেঙে ফেলেছি। আমি পড়াশোনা করার জন্য বাড়ি থেকে চলে গিয়ে তোমার কাছ থেকে যে টাকা নিয়েছিলাম সেই টাকা পড়াশোনায় খরচ না করে সেগুলো খারাপ কাজে ব্যবহার করেছি। আমি একদিনও তোমার কোন খোঁজ-খবর নেয়নি। কেমন আছে, কি করে টাকা পাঠাচ্ছ, কি খাচ্ছ, শরীর ভাল যাচ্ছে কিনা এসব কোন কিছুই কখনো জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু তুমি সব সময় আমার খবর নিতে, আমার ভাল-মন্দ জিজ্ঞেস করতে। আমি ঠিকমতো খেয়েছি কিনা, রাত জাগছি কিনা, পড়াশোনা কেমন চলছে ইত্যাদি ইত্যাদি। যত টাকাই চেয়েছি তোমার কাছে কখনো না করোনি। আর আমি কিনা সেই টাকা যত খারাপ কাজে খারাপ বন্ধুদের সাথে আনন্দ ফূর্তি করে নষ্ট করেছি। কয়েকজন বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে, টাকা পয়সা অপচয় করেছি। পড়াশোনা না করে খারাপ সঙ্গীদের সাথে থেকে নষ্ট হয়ে গেছি। আর পরিশেষে দেখো যাদের জন্য খারাপ হয়েছি যাদেরকে এত টাকা দিয়েছি তারাই কিনা শেষে একটু মতের অমিলের কারণে আমাকে মেরে আধ-মরা করে রাস্তায় ফেলে দিল? আর যখন জানতে পারলাম আমার সেই বাবা যাকে এতো কষ্ট দিয়েছি তুমি আমাকে রাস্তা থেকে তুলে এনে হাসপাতালে ভর্তি করালে আর সুস্থ করলে তখন নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। হাসপাতাল থেকে পালিয়ে চলে এলাম। এখন বলো তোমার এই অযোগ্য, পাপী সন্তান কি করে তোমার সামনে মুখ দেখাবে! আমি আমার এই মুখ তোমার মতো পবিত্র, আদর্শ বাবাকে দেখাতে পারবোনা। তাই চলে যাচ্ছি বাবা, এই পাপীকে ক্ষমা করে দিও"। ইতি, তোমার অযোগ্য সন্তান অনুতপ্ত। চিঠিটি পড়ছেন আর অবিরত

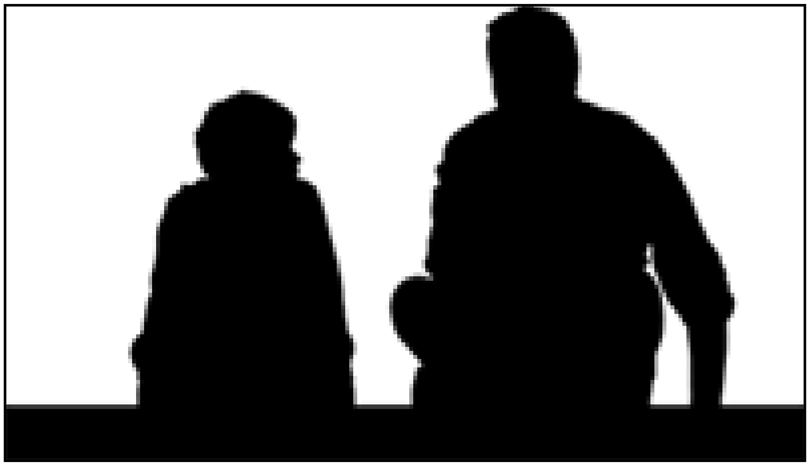

কেঁদেই যাচ্ছেন অনুতপ্তের বাবা। এই চরম দুঃখের সময়ে অনুতপ্তের বাবার মনের মধ্যে ভেসে ওঠছে অতীতের কয়েক বছর আগের কথা। অনেক আনন্দে কাটছিল বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী মিলে দুজনের জীবন। যখন একটি ছেলে সন্তান হল তখন সংসারটা একেবারে ভরে উঠেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় জন্মের এক মাস না যেতেই মারা গেল তার স্ত্রী অনুতপ্তের মা। সেই থেকে অনেক কষ্ট করে বাবা বড় করল তাদের আদরের সন্তান এই অনুতপ্তকে। বাড়ির সে একমাত্র ছেলে তাই গরীব হলেও তার বাবা তাকে অনেক কষ্ট করে লেখা পড়া করার জন্য স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। ছেলে বড় হতে লাগল, সুনামের সাথে এসএসসি পরীক্ষায় পাস করল। পরবর্তীতে বাবা অনেক কষ্টে টাকা জোগার করে গ্রামের কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছু দিন না যেতেই ছেলের চালচলনে, কথাবার্তায় কেমন যেন পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন বাবা। সময় অসময়ে অনেক টাকা দাবি করে বাবার কাছে। বাবার কথা একটুও বুঝতে চায় না। একবার তো রাগ করে বলেই ফেলেছে; যদি টাকা পয়সা না দিতে পারবে কেন কলেজে ভর্তি করালে? কেন জন্ম দিলে? জন্মের পর কেন মেরে ফেললে না। আমি আর থাকবো না তোমাদের বাড়িতে, চলে যাচ্ছি। গ্রামের কলেজে পড়াশোনা ভাল না, আমি শহরে গিয়ে ভাল কলেজে ভর্তি হবো। এই বলেই বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিল ৫ বছর পূর্বে। যাওয়ার পর থেকেই বাড়িতে ফোন করে টাকা চাইতো বাবার কাছে। আর বাবাও অনেক কষ্ট করে টাকা জোগার করে তার একমাত্র ছেলেকে দিত। এভাবে বাবা নিজের সব সম্পত্তি বিক্রয় করে এমন কি থাকার ঘর পর্যন্ত বিক্রয় করে টাকা-পয়সা পাঠায় আর স্বপ্ন দেখে ছেলে একদিন অনেক বড় হবে অনেক বড় বাড়ি ঘর তৈরী করবে আমরা অনেক সুখে থাকবো। সেই চিন্তা ও আশায় অনেক কষ্ট করে চলতে থাকে এই আদর্শ একজন বাবার দিন। হঠাৎ একদিন একজন খবর দিল তার ছেলেকে কারা যেন মেরে আধ-মরা অবস্থায় বাড়ির পাশের রাস্তায় ফেলে রেখে গেছেন। এই সংবাদ শোনা মাত্রই অনুতপ্তের বাবা পাগলের মতো হয়ে গেল। সে দৌড়িয়ে গিয়ে অসুস্থ ছেলেকে বুকে তুলে নিল এবং তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে কয়েক দিন চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তুলতে লাগল। কিন্তু নিজের ছেলে পুরোপুরি সুস্থ না হয়েই একটি চিঠি লেখে হাসপাতাল থেকে পালাল। নিজের ছেলেকে কাছে পেয়েও বাবা ডাক শোনতে পেল না, নিজের কাছে ছেলেকে ধরে রাখতে পারল না এসব চিন্তা করে কেঁদেই চলেছেন আর চিঠিটা বারবার পড়ছেন তিনি। এরপর থেকে বাড়িতে বসে প্রতিদিন ছেলের জন্য অপেক্ষা করে রাস্তার দিকে তাঁকিয়ে থাকে কখন আসবে ঘরে ফিরে তার ছেলে। সৃষ্টিকর্তার কাছে একটাই প্রার্থনা তার ছেলে যেন ফিরে আসে। প্রতিদিন কয়েকবার করে ফোন করে ছেলের দেয়া আগের ফোন নাম্বারে কিন্তু সব সময় বন্ধ পান। আগের দিনের মতো আজ আবারও অনেক আসা নিয়ে ছেলের ফোন

নাম্বারে ফোন দিল অনুতপ্তের বাবা। সাথে সাথে ওপাশ থেকে তার ছেলে মোবাইল ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। ছেলেকে পেয়ে বাবা সব ভুলে গিয়ে বলল, "বাবা তুমি আমার কাছে ফিরে এসো, আমি আর কিছুই চায় না। আমি সব ক্ষমা করে দিয়েছি, সব ভুলে গিয়েছি। আমি তোমার কিছু চাই না আমি শুধু তোমাকেই চাই"। ঐ পাশ থেকে কান্না কান্না কণ্ঠে শুধু শোনা গেল; আমি আসছি বাবা তোমার কাছেই আসছি। তুমি ছাড়া এই জগতে আমার আপন কেউ নেই। তুমিই আমার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা শ্রেষ্ঠ একজন মানুষ, আমি আসছি..। বাবা ফোন রেখে গভীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছে কখন তার ছেলে আসবে বাড়ি ফিরে। ছোট্ট একটি ছনের ঘরে জীর্ণশীর্ণ দেহে ছেলের চিন্তায় অসুস্থ অবস্থায় শোয়ে আছে অনুতপ্তের বাবা। ছেলে দূর থেকে বাবা আমি এসেছি আমাকে ক্ষমা করে বলতে বলতেই দৌঁড়িয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে এল। হঠাৎ ছেলের কণ্ঠ শোনে এক লাফে ওঠে দাঁড়াল অনুতপ্তের বাবা। ছেলে এসে যখন বাবার এই অবস্থা দেখল তখন উপলব্ধি করতে পারল যে; তার জন্যেই আজ তার বাবার ও সংসারের এই অবস্থা। বাবা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে স্নেহের চুম্বনে আদর করতে লাগল। আর ছেলে নিজের ভুল বুঝতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। বাবা আনন্দ কণ্ঠে বলল, "আমি আর কিছুই চাই না আমি আমার হারানো ধন ফিরে পেয়েছি"। পরবর্তীতে সুখে শান্তিতেই চলতে লাগল বাবা ও সন্তানের জীবন।

এই হল আমাদের বাবা। বাবা এমনই একজন মানুষ; যিনি নিজে না হেসে পবিরারের সবার মুখে হাসি ফোটান। নিজে ছেঁড়া শার্ট গায়ে দিলেও ছেলে মেয়েদের গায়ে নতুন জামা দেখতে চান এবং ছেঁড়া জামা ছেলে মেয়েদের গায়ে দেখলে লজ্জায় নত হয়ে যান। এই হল আমাদের বাবা; যার অর্থ দু'দিক থেকেই একই উচ্চারণ যেমন বাবা। কেউ কোন ভাল কাজ বা কোন কিছু করলেই আমরা বা! বা! ভাল হয়েছে তো বলে উৎসাহ দেই, প্রশংসা করি। ঠিক তেমনি আমাদের বাবারাও তাই যাকে সব সময় বা! বা! বলাই উচিত কেননা বা বা মিলেই তৈরী হচ্ছে বাবা। আমাদের বাবারা সেটা পাওয়ারই যোগ্য। এই সেই বাবা যিনি নিজের পায়ে জুতা না থাকলেও সন্তানদের পায়ে ব্যথা ও ঠাণ্ডা যাতে না লাগে সবাই যাতে সুন্দর ব'লে সেইজন্য জুতা কিনে দেওয়ার জন্য অন্যের বাড়িতে কাজ ক'রে। বাবা সেই; যে নিজে পড়াশোনা না করতে পারলেও সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ উপার্জন করে সন্তানদের পড়াশোনা করান। বাবারা এমনি হন; নিজের খাবারের প্লেটে রাখা ভাল খাবার বা মাছের মাথাটা সন্তানকে দেন যেন সেই সন্তান জ্ঞানে বুদ্ধিতে অনেক বড় হতে পারেন। বাবারা এমনি হন; সন্তানদের সাফল্যে তারা সারা জীবনের দুঃখ-কষ্ট ভুলে যান। ওনারাই হলেন বাবা; যারা নিজে অসুস্থ থাকলেও সন্তানদের অসুস্থ থাকাটা সহ্য হয় না। তিনিই বাবা; যাদের দেহে রক্ত নেই কিন্তু অপারেশনের সময় ডাক্তারকে বলে; যত রক্ত লাগে আমার দেহে থেকে নিন তবু আমার আদরের ধন সন্তানকে বাঁচান। তিনিই বাবা; নিজে নতুন জামা না কিনে সন্তানদের কিনে দেন যে সমাজে সময়ের সাথে ও সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। আমাদের বাবারা এমনি; অনেক বড় অপরাধ করলেও শাসন করে আবার বুকে তুলে নেন। তিনিই হলেন বাবা; যিনি না খেয়ে পেটে গ্যাস্টিক ও আলসার বানিয়ে ব্যথায় কষ্ট পান কিন্তু নিজের সন্তানদের কখনোই না খাইয়ে রাখেন না।

মা ও বাবার এই রকম গুণাগুণ যতই বলি না কেন বলে শেষ করার মতো নয়। যারা কিনা নিজেদের জীবন বাজি রেখে সন্তানদের মানুষ করেন, সন্তানদের ভাল চান, সন্তানদের বড় করেন, তাদের নিয়ে হাজার কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রবন্ধ লিখলেও শেষ হবে না। তাই তাদের ঋণও শোধ হবে না কখনোই। বাবারা যেভাবে তার দায়িত্ব সন্তানদের প্রতি পালন করেন সন্তানদেরও বাবাদের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু অনেক সময় অনেকে আবার সেই বাবার আদর মাখা শাসন না বুঝে বাবাদের দোষারূপ করে, অবহেলা করে, কষ্ট দেয়, আর যখন বুঝে তখন অনেক দেরি হয়ে যায়। আবার দুঃখজনক হলেও সত্য যে অনেকে নিজের সুখের জন্য বা অন্যের কথায় নিজের বাবাকে বা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে নিয়ে রেখে দিয়ে আসে। এ থেকেও যেন আমরা বেড়িয়ে আসতে পারি। বাবারা যখন প্রৌঢ় হয়ে যাবেন বয়সের বাড়ে ক্লান্ত হয়ে যাবেন তখন যেন আমরা সন্তানের আমাদের প্রতি বাবাদের সেই অবদান ভুলে না যাই। এটাই হোক বাবা দিবসে প্রত্যেক সন্তানের ধ্যান-জ্ঞান ও অনুপ্রেরণা। তাই আসুন বাবা দিবসের সকল বাবাদের জানাই শত কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। বাবারা বেঁচে থাকে সন্তানদের কর্মে তাই আমরা যারা এখন সন্তান আছি আমরা যে এমন কর্ম করি আমাদের বাবারা যেন আমাদেরকে নিয়ে গর্ব করে সমাজে বাঁচতে পারে এবং যারা ভবিষ্যতে বাবা হবে তারাও যেন আদর্শ বাবার মতো জীবন গঠন করতে পারে এই শুভ কামনা রইল আজকের এই বাবা দিবসে॥ ❑

আমি কি জীবন-রুটির জন্য ক্ষুধার্ত

(৫ পৃষ্ঠা পর)

ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত তাঁর ঐশতাত্ত্বিক ভিত্তি হল এই যে, খ্রিস্ট প্রভু নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রিক্ত করেছেন এবং মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য তাঁর 'মাংস' ও 'রক্ত' সহভাগিতা করেছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হল– প্রভু যিশু "তাঁর স্মরণে" যে "অনুষ্ঠান" করার নির্দেশ দিয়েছেন তা শুধুমাত্র রুটি ও দ্রাক্ষারসের অর্ঘ নিবেদন করা ও তা গ্রহণ করা নয়। তিনি যেভাবে নিজেকে "টুকরো-টুকরো" ক'রে বিলিয়ে দিয়েছেন সেরূপ মণ্ডলী (অর্থাৎ বিশ্বাসী সমাজ), দীন-দরিদ্র ও অভাবী মানুষের সেবাকাজ সম্পন্ন করার নির্দেশও দিয়েছেন। যে সেবাকাজের জন্য খ্রিস্ট মণ্ডলীতে যার-যার সামর্থ অনুযায়ী দান উৎসর্গ ও তা থেকে এরূপ সেবাকাজ করার ঐতিহ্য বিদ্যমান রয়েছে। এ বিষয়টি প্রেরিতশিষ্যগণ ও আদি মণ্ডলীর বিশ্বাসীগণ ভালভাবে বুঝেছিলেন *[শিষ্যচরিত ২:৪২-৪৭]*

ভাই মানুষের সেবার তরে, আমি আপনি কি নিজেকে রিক্ত করে, আত্মত্যাগ জীবন বিসর্জন দেই ? আসুন আমরা খ্রিস্টের এই জীবন বিসর্জনকারী সেবার নীতি আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করি ও অনুভূতি নিয়ে চলতে শিখি।

উপসংহার : "ভক্তগণ পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কারের প্রতি সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করবে। পুণ্যতম যজ্ঞবলী উৎসর্গে অংশ নিবে, ভক্তিসহকারে ঘন-ঘন এ সংস্কার গ্রহণ করবে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা সহকারে পুজা করবে। (Canon Law) মণ্ডলীর আইনবিধি ৮৯৮ নং ধারা)"। খ্রিস্টের বেদীতে দৃশ্যত: খ্রিস্টের স্থানে দাঁড়িয়ে যাজক উচ্চারণ করেন : "ইহা আমার দেহ, ইহা আমার রক্ত"। খ্রিস্টের জীবন বিসর্জনকারী সেবা হচ্ছে অন্তরে বলিকৃত হওয়া এবং অপরকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করা। দীনতম ভাইবোনদের হৃদয়ে অন্তরে ও মনে বহন করা। খ্রিস্টপ্রসাদীয় আরাধনার ফলে আমরা শক্তি, সান্ত্বনা খ্রিষ্টের সমর্থন পাই। অনুধ্যান : For what do I hunger and thirst? Why did Jesus call himself the bread of life? Do I hunger for the abundant life which Jesus offers? Do we value the importance of attending Mass? Why is mass an important part of being a Catholic?

আধ্যাত্মিক যাত্রা ঃ আটদিনের নির্জনধ্যান

ব্রাদার শৈলেন জাখারিয়াস রোজারিও সিএসসি

সংসার ও ব্রতীয় জীবনে সবার জীবনেই আধ্যাত্মিক শক্তি জীবনের অংশবিশেষ। এই শক্তি দ্বারাই আমরা আধ্যাত্মিক ও মানসিকভাবে বলবান হই এবং শারীরিকভাবে গতিময় থাকতে পারি। বিগত ৩-১১মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফাদার জর্জ পনোডথ এসজে-এর সারগর্ভ সহভাগিতায় ছিল আমাদের জীবনের বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা এবং তা জয় করে জীবনকে গতিময়, সুন্দর ও ফলশালী করে জীবন যাপন করার নির্দেশনা। তিনি সহভাগিতা করেছেন পবিত্র বাইবেল থেকে এবং তার জীবনের অভিজ্ঞতার ফল থেকে। ধ্যানের অগ্রগতির জন্য ছিল ৩টি মৌলিক প্রশ্ন- (১) তুমি কোথায়? (২) তোমার ভাই কোথায়? (৩) তুমি কোথায় যাচ্ছ?

ঈশ্বর যেকোন সময় আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তাই চব্বিশ ঘন্টাই কথা শোনার জন্য মন-দৃষ্টি খোলা রাখা প্রয়োজন। রবিবার দিন ভোরে মাগদালার মারীয়া পুনরুত্থিত যিশুকে দেখতে যাচ্ছিলেন *(মার্ক ১৬:৩ পদ)*। মাগদালার মারীয়া ভাবছিলেন, যিশুর সমাধির পাথরখানা কে সরিয়ে দিবে। এখানে পাথর হল আমাদের অন্তরের অন্ধত্ব বা বাঁধা যার কারণে যিশুকে দেখতে পারছি না। এই পাথর হতে পারে আমাদের বিশ্বাসের অভাব, প্রতিবেশী ভাই-মানুষের সঙ্গে বিবাদ, অলসতা ইত্যাদি। এই বাধা গুলো (পাথর) আমাদের ব্যক্তি জীবনের দিকে তাকিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করলেই পাওয়া যায়।

১ম দিন: ধ্যান হল বিশ্বাসের তীর্থযাত্রা। এই তীর্থযাত্রায় আমাদের সঙ্গী হলেন স্বয়ং যিশু। বাইবেলে দেখি, কর-আদায়কারী জাখেয়, মাথায় খাটো হওয়ায় গাছের উপরে উঠলেন যিশুকে দেখার জন্য *(লুক ১৯:১-১০)*। জাখেয় ভীড়ের কারণে যিশুকে দেখতে পাচ্ছিল না, তথাপি যিশুকে দেখার তার ছিল তীব্র বাসনা। আমরা যিশুকে দেখার জন্য কি কি পদক্ষেপ নিয়ে থাকি?

এমনিভাবে পথের ধারে ভিক্ষে করা অন্ধব্যক্তি যখন শুনছিল তার পাশ দিয়ে যিশু যাচ্ছেন, তখন তিনি জোরে জোরে বলছিল, দাউদ সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন *(লুক ১৮:৩৫-৪৩)*। যিশুর প্রতি আমাদের বিশ্বাসের গভীরতা কতটুকু আছে? আমাদের অন্তর দৃষ্টি খোলে দেয়ার জন্য আমরা কি অবিরত যিশুকে ডাকছি? এই অন্তর দৃষ্টি পেলে আমরা আমাদের নিজেদের ভালমত দেখতে পাব এবং অন্যদেরকেও দেখতে পাবো।

২য় দিন: অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও, ঈশ্বর আদম-হবার খোঁজ করেন এবং তাদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা কোথায় *(আদি ৩:৯)*? নিজেদেরকে অপরাধী বানিয়ে রাখলেও ঈশ্বর আমাদেরকে খোঁজ করেন। কারণ তিনি আমাদেরকে সর্বদাই ভালবাসেন। আমাদের নিজেদের জীবনকে ভেবে দেখা দরকার-সুশৃংখল প্রার্থনাময় জীবন যাপনের ক্ষেত্রে আমি কোথায় এবং কোথায় আমার থাকা উচিত? নিজের ভুলের জন্য অন্যকে দোষ দেওয়া ঠিক নয়, যেমনটি আদম ফল খেয়ে হবাকে দোষ দিয়েছিল।

যেকোন বয়সেই ঈশ্বর আমাদেরকে আহ্বান করেন তাঁর পথে চলতে। আব্রাহামকে পচাত্তর বছর বয়সে ঈশ্বর আহ্বান করে বললেন- আব্রাহাম, তোমার জায়গা-আত্মীয় ছেড়ে চলে যাও। এখন থেকে আমিই তোমাকে চালাবো। আব্রাহামের মত আমরাও যদি ঈশ্বরের হাতে নিজের জীবন অর্পণ করি, তাহলে ঈশ্বর তার সুপথে আমাদেরকে ব্যবহার করতে পারেন। প্রার্থনার মধ্যে দিয়েই আমরা ঈশ্বরের সামনে বসতে পারি, তাঁর সাথে আলাপ করতে পারি। ঠিক যেন ভালবাসার মানুষের মত।

৩য় দিন: ঈশ্বর তার প্রিয়পুত্র যিশুকে ইঙ্গিত করে প্রকাশ করেন, ইনিই আমার প্রিয়পুত্র, একান্ত আপনজন, আমার পরম প্রীতিভাজন। যিশুই আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আদর্শস্বরূপ। যিশু তাঁর জীবনের কষ্টভোগের আগে ও পরে পরম পিতার প্রিয়তমই ছিলেন। ঈশ্বর কি আমাদের প্রত্যেককে দেখিয়ে বলতে পারছেন? ঐ দেখ আমার প্রিয়জন। আমরা কি ঈশ্বরের এজন প্রিয়জন? যদি না বলতে পারেন, তাহলে ঈশ্বরেরর ভালবাসাকে নষ্ট করার জন্য আমি কিরকম জীবন-যাপন করছি? আমাদের এখন কি করা উচিত? অবশ্যই ন্যায় ও কল্যাণের পথে জীবন যাপন করা উচিত। ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র হওয়ার জন্য পৃথিবীর বিপরীতে চলতে হবে। আমরা যদি যিশুর কথাই না শুনি, তাহলে যিশুর কাজ করবো কিভাবে?

যিশু তাঁর জীবনের প্রতিটি আশর্য কাজের সময় তাঁর পিতার নিকট প্রার্থনা করেছেন। প্রার্থনা হল তেলসরূপ, যা আহ্বান জীবনকে জালিয়ে রাখে। প্রার্থনাময় জীবন যাদের আছে তারা নিজের ব্যক্তিত্বকে বড় করে দেখেনা, বরং তাদের দিয়ে ঈশ্বর কি করেন তাই মুখ্য বিষয়। সেই জন্যেই নিরবতার মধ্যে দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে সম্মতি দেই। তিনি আমাদের মধ্যে দিয়ে যা করতে চান। তাই আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই নিরব ধ্যান খুবই প্রয়োজন। প্রার্থনার মধ্যে দিয়েই ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলি।

৪র্থ দিন: আদি পুস্তকে কাইন ও আবেল এ দু'ভাই দুইটি সমাজের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ করছে। ঈশ্বর কাইনকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ভাই আবেল কোথায়? সে উত্তরে বলল, আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষক *(আদি ৪:৯)*? আবেল প্রকাশ করছে ঈশ্বরের সাথে গভীর সম্পর্ক আর কাইন প্রকাশ করছে প্রতিবেশীর প্রতি সম্পর্কের মন্দ অবস্থা। আমরা কার মত আচরণ করছি? আবেল নাকি কাইনের মত? আবেল ঈশ্বরকে এবং তার ভাইকে ভালবাসতো। আর কাইন তার ভাইকে মেরে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গেল।

মন্দ আত্মায় পাওয়া ছেলেটিকে যিশুই সুস্থ করতে পেরেছিলেন, তাঁর শিষ্যেরা পারেনি *(মার্ক ৯:১৪-২৯)*। আমাদের সমাজে কারো মন্দ আচরণ বা ব্যবহার থাকলে তার জন্য আমরা প্রার্থনা করতে পারি। তিনি যদি পরিবর্তিত নাই হয়, তবে আমি আমার নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারি। তাতে ঐ ব্যক্তিকে গ্রহণের মনোভাব আমার মধ্যে তৈরি হবে। একমাত্র প্রার্থনার ফলে আমার মধ্যে বিরাজমান অহংকার, ঈর্ষা, লোভ এগুলো বাদ দিতে পারি।

৫ম দিন: দয়ালু পিতার গল্পে দেখতে পাই, পুত্র অপরাধী হলেও পিতার কাছে সে ভালবাসার পাত্র *(লুক ১৫:১১-৩১)*। যিশু মানুষকে দেখেছেন মানুষের দৃষ্টি দিয়ে। এখানে যিশু যেন রাজা থেকে ভিক্ষারী হয়েছেন। এই জন্যই তিনি দয়ালু পিতা হয়েছেন। তেমনি ভাবে আমাদের সমাজে আমার ভাইকে দেখতে হবে তার দৃষ্টি দিয়ে। বিশেষ ভাবে যখন তিনি মন্দ আচরণ করে অথবা কোন সমস্যার কথা বলে। তাহলেই তাকে বুঝতে পারবো এবং তার প্রতি দয়া দেখাতে পারবো।

৬ষ্ঠ দিন: আদি পুস্তকে সারাইয়ের দাসী, আগারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তুমি কোত্থেকে আসছো? আবার কোথায় যাবে *(আদি ১৬:৮)*? আমরাও নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারি-আমরা কোত্থেকে আসছি আর কোথায়ই বা যাচ্ছি। আমাদের জীবনে যেকোন সমস্যা আসতে পারে। সমস্যার বিষয়টি নম্রভাবে মোকাবেলা করলে সমাধান করা যায়। আমাদের প্রত্যেকের একটি গন্তব্যের লক্ষ্য থাতবে হবে। লক্ষ্য যদি কঠিন হয় তাহলে নম্র হতে হবে। আর লক্ষ্য যদি বিপদজনক হয় তাহলে ঈশ্বরকে সঙ্গী করে এগিয়ে যেতে হবে।

আমরা দেখি এম্মাউসের পথে যিশু দু'জন শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিলেন *(লুক ২৪:১৩-৩৫)*। এতে শিষ্যদের জীবনের হতাশা কেটে গেল, তাদের ভয় দূর হয়ে গেল এবং তাদের জীবনে আসলো উদ্যম ও আনন্দ। আমরা আমাদের হতাশার মধ্যে যখন থাকি, ঠিক তখনই যিশু আমাদের সঙ্গী হয়ে আমাদের সঙ্গে থাকেন। শুধুমাত্র আমাদের যা করতে হবে তাহলো যিশুকে বলতে হবে-যিশু আমার সঙ্গে থাক, আমার সঙ্গে চল। যেমনটি শিষ্যেরা যিশুকে অনুরোধ করেছিলেন।

৭ম দিন: তোমাদের দেহ হল পবিত্র আত্মারই মন্দির *(১ করি.৬:১৯)*। এই দেহ-

মন্দিরে স্বয়ং ঈশ্বরেরই বসবাস। কিন্তু অনেক সময় বিভিন্ন বিষয় আমাদের এই দেহ-মন্দিরটি নষ্ট করে দেয়। সেই বিষয়গুলো হতে পারে-আমার অলসতা, রাগ, জিদ ধরা, আমার উচ্চাকাঙ্খা, মোবাইল ফোন, দামি গাড়ি ইত্যাদি। এসবের কারণে প্রার্থনাময় সুশৃংখলা জীবন থেকে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই এবং বিশৃংখল জীবন শুরু করি। তাই আমাদের ভেবে দেখতে হয়, কোন্ জিনিসগুলো বা বিষয়গুলো আমার দেহ মন্দিরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

আমরা সবাই খ্রিস্টান, কারণ আমরা খ্রিস্টের অনুসারী। যিশুকে অনুসরণ করতে হলে নিঃস্ব হতে হয়। বাইবেলে আমরা দেখি, যিশু ঐ যুবকটিকে বলেছিলেন যাও, তোমার যা কিছু আছে তা গরীবদের দিয়ে দাও, তারপর এসো আমার অনুসরণ কর *(মার্ক ১০:২১)*। একইভাবে যিশুর শিষ্য হতে হলে আমাদের শিশুর মত সরল মনের মানুষ হতে হবে *(মথি ১৮:৩)*। কারণ সরল চিত্তের মানুষই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে। যিশুকে পাওয়ার জন্য মার্থার মত নয়, বরং মারীয়ার মতোই যিশুর পায়ের নিচে বসে থাকতে হবে *(লুক ১০:৪১-৪২)*।

যিশুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকার মাধ্যম হলো প্রার্থনা। আমাদের জীবন-যাত্রায় বিভিন্ন হতাশা-নিরাশা আমাদের প্রার্থনা জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তখন অন্তরে শুষ্কতা অনুভব করি। তথাপি আমাদের সচেতন থেকে প্রার্থনা জীবন সক্রিয় রাখতে হবে। কারণ আমাদের জীবন লক্ষ্য হল পরম পিতার সাথে স্বর্গে মিলিত হওয়া।

৮ম দিনঃ আমরা সবাই মাটির পাত্র *(২করি.৪:৭)*, যেকোন সময় ভেঙ্গে যাবো। আমরা ধূলি মাত্র, আবার ধূলিতেই মিশে যাবো। তথাপি আমরা সবাই ঈশ্বরের দেয়া ধনরত্ন, যা এই মাটির দেহে বহন করছি, যাতে যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। এমনিভাবে ঈশ্বর আমাদেরকে সম্পদ করে রেখেছেন। অন্যদিকে আমরা প্রত্যেকেই যেন একেকটি জলন্ত মোমবাতি। বাতাস (শয়তান) যেকোন সময় তা নিভিয়ে দিতে পারে। আমাকে তা বাঁচাতে হবে, নিভে যেতে দেওয়া যাবে না।

লবন নিজে শুদ্ধ। লবন, যেকোন জিনিস পচন থেকে রক্ষা করে। আমি কি নিজেকে এবং সমাজকে নষ্ট বা পচনের হাত থেকে রক্ষা করি? কারণ যিশু বলেছেন তোমরা যেন এই পৃথিবীতে লবনেরই মত *(মথি ৫:১৩)*। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অন্যায্যতা সমাজের পচন বা ধ্বংস করে। এই অবস্থা থেকে সমাজকে বাঁচাতে হবে। অন্যদিকে লবন যেকোন খাবারকে স্বাদযুক্ত করে। আমরা যেখানে থাকি সেই পরিবেশকে কতটুকু স্বাদ যুক্ত করি। এর অর্থ হল আমরা আমাদের বসবাসের চারপাশ রক্ষা করবো এবং সুস্বাদু খাবারসম পরিবেশকে সুন্দর রাখবো। লবন গলে শেষ হয়ে যায়। তদ্রুপ আমরাও অন্যের কল্যাণে নিজেদেরকে সংযুক্ত রাখতে পারি এবং বিলিয়ে দিতে পারি।

শেষ কথাঃ এই পৃথিবীতে ক্ষণিকের অতিথি আমরা। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককেই তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর পুত্রকে দিয়েছেন আমরা যেন আমাদের জীবন বাস্তবতায় সুন্দর জীবন যাপন করি। কারণ যিশু আমাদের সবার জীবনের আদর্শস্বরূপ। আমরা যতবেশি প্রার্থনা জীবনে সক্রিয় থাকবো, ততবেশি আমরা আমাদের জীবনকে সুশৃংখল ও অর্থপূর্ণ করে রাখতে পারবো। যদি তাই করতে পারি, তাহলে প্রতিদিনই ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের জীবনে উপলব্ধি করতে পারবো এবং জীবন শেষে ঈশ্বরের সাথে মহানন্দে মিলিত হবো॥ ❑

দৈনিক পত্রিকায় সপ্তাহের আলোচিত সংবাদ

জোনভিত্তিক লকডাউনের অনুমতি দিলেন প্রধানমন্ত্রী

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে লকডাউনসহ জোনভিত্তিক যে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবে স্থানীয় প্রশাসন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। গত ৮ জুন সোমবার সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে এ কথা জানান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, কোনো এলাকায় যদি সংক্রমণের মাত্রা বেশি থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার দরকার হলে স্থানীয় প্রশাসনই তা নিতে পারবে। দেশের প্রচলিত সংক্রামক ব্যাধি আইনেই সেই ক্ষমতা দেওয়া আছে। তিনি জানান, জোনওয়ারি রেড, ইয়েলো ও গ্রিন ভাগ করে লকডাউনের প্রস্তাব দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। প্রযুক্তি ব্যবহার করে আইসিটি বিভাগ যেভাবে জোনিং করার প্রস্তাব দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী সেটির প্রশংসা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এ সিস্টেম সারা পৃথিবীতেই আছে। আর রেড জোন থাকলে ভালো, এতে মানুষের সতর্কতা বাড়বে। উল্লেখ্য জোনভিত্তিক এই লকডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে গত ৯ জুন। এসময় রাজধানীর রাজাবাজার এলাকাকে প্রথমে লকডাউন করে দেয়া হয়।

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হতে পারে ১ দশমিক ৬ শতাংশ - বিশ্বব্যাংক

চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ১ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে আসতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। আগামী অর্থবছর এই প্রবৃদ্ধি আরো কমে ১ শতাংশে নেমে আসতে পারে। গত ৮ জুন সোমবার প্রকাশিত গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টে এমন পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি। দীর্ঘমেয়াদে লকডাউন এবং অর্থনৈতিক স্থবিরতায় দেশে বেসরকারি ভোগ ব্যয় ব্যাপক হারে কমে গেছে। শুধু বাংলাদেশই নয়, দক্ষিণ এশিয়ায় করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি মানের ব্যবসা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থান হারাচ্ছে সাধারণ মানুষ। আস্থা কমেছে বিনিয়োগকারীদের। জুনের প্রতিবেদনে সার্বিকভাবে এবছর বিশ্ব অর্থনীতি ৫ দশমিক ২ শতাংশ সংকুচিত হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের বিষয়ে বলা হয়েছে, রপ্তানি ও রেমিট্যান্স অনেক কমে গেছে। করোনা সংক্রমণের প্রভাব মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদে ছুটির কারণে শিল্প উৎপাদনও কমে গেছে। শ্রমিকদের বড়ো অংশ শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গেছে। তবে অর্থনীতি ধরে রাখতে সরকারের প্রণোদান ঘোষণা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নানা উদ্যোগের চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে সামনের বছরগুলোতে রাজস্ব আদায়ের চাপ বাড়বে বলে মনে করছে সংস্থাটি।

চীনের ১০ সদস্যের করোনা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এখন ঢাকায়

বাংলাদেশকে করোনা চিকিৎসায় সহযোগিতা করার জন্য চীনের ১০ সদস্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল গত ৮ জুন, সোমবার দুপুরে ঢাকায় এসে পৌঁছেছে । এ বিষয়ে ড. মোমেন বলেন, চীনের এ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল আমাদের চিকিৎসকদের সাথে বৈঠক করবেন, বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিদর্শন করবেন। প্রয়োজনবোধে তারা এ দেশের করোনা চিকিৎসার বিষয়ে সুপারিশ করবেন। চিকিৎসক দল পাঠানোর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চীনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং আশ্বস্ত করেছিলেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমেও চীনের চিকিৎসক দল বাংলাদেশের ডাক্তারদের পরামর্শ প্রদান করেছিল। ইতঃপূর্বে চীন সরকার এবং চীনের বেসরকারি সংস্থা আলীবাবা ও জ্যাকমা পিপিই, মাস্ক, টেস্টিং কীট, থার্মোমিটারসহ বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী প্রেরণ করেছে। বাংলাদেশও চীনকে করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসা সামগ্রী প্রেরণ করেছিল।

উৎস: দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক ইত্তেফাক, প্রথম আলো

প্রস্ফূটিত হও

তুমি কোন একজনের আবেষ্টনীতে আছ। আত্ম দৃষ্টিপাত/নিজের প্রতি দৃষ্টি ফেরানো একমাত্র শ্রেষ্ঠতা হতে পারে যা ব্যক্তিকে উপভোগ করতে হবে। তাই বলা হয়ে থাকে, আপন অবস্থা থেকেই উদ্ভাসিত হও।

চিরজীবী বৃক্ষ হও। চিরজীবী বৃক্ষ বছরের পর বছর আপনা আপনিই বিস্তার অব্যাহত রাখে। বনের ফুলগুলো প্রস্ফুটিত হয়। টেক্সাসের নীল অপরাজিতা ফুল বসন্ত কালকে আকর্ষনীয় করে তোলে, মনোমুগ্ধকর পপি ফুলগুলো ক্যালিফোর্নিয়ার সৌন্দর্য। আর তোমার ঘরে তুমি।

তোমার ভাবনা ও স্বপ্নসমূহ আর গভীর আগ্রহগুলি সহভাগিতা কর। অন্যদেরটা জেনে নাও, যাতে তুমি তাদের সাথে সহভাগিতা করতে পার। এটা হচ্ছে মানসিক আদান-প্রদান। হাস্যোজ্জ্বল মুখে অন্যদের কথা শোন। গাছ-গাছালিদের উপর সূর্যের কিরণ গাছ-পালায় যে প্রাণ সঞ্চার করে, অন্যদের সঙ্গে আনন্দ সহভাগিতাও তদ্রূপ।

অনুধ্যান

অন্যের ভালটা দেখে হিংসা না করে ঈশ্বরের প্রশংসা করো। আমার মধ্যে যে ভাল গুনগুলো আছে তা আবিষ্কার করি ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ নিয়ে তা বিকশিত করি।

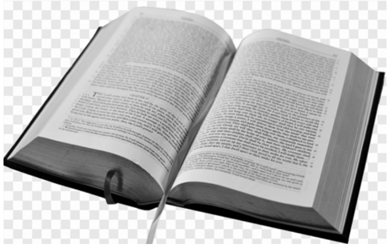

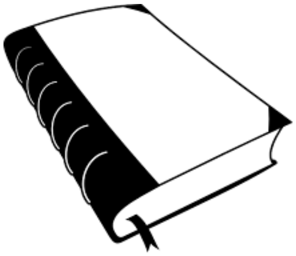

প্রার্থনা : প্রভু নিজেকে প্রস্ফুটিত করা আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। মাতৃগর্ভ থেকেই আমাতে যা কিছু অনুগ্রহদান রেখেছ, তা-ই তোমার উপস্থিতি উদ্ভাসিত হচ্ছে। প্রেমময় প্রভু, আমার নিজের কিছুই নেই। যা আমার বলে পেয়েছি, তা সবই তো তোমার। সুন্দর ফুলের ন্যায় আমাকে প্রস্ফুটিত হতে সাহায্য কর। আমার বিকাশমান জীবন যেন সূর্যোদয়ের ন্যায় মানুষকে আলোকিত করে। - **আমেন**

বই: ৬০টি উপায়, নিজেকে বিকশিত হতে দাও

***মূল লেখক:** মার্থা মেরী মনগ্যা সিএসসি*

***অনুবাদক :** রবি খ্রিস্টফার ডি'কস্তা (প্রয়াত)*

ভালোবাসা

ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি

ভালোবাসা নয় তামাশা, স্রষ্টার অসীম দান
ভালোবাসা বিভেদ নাশে,
যেজন তাকে কাছে পান।
উঁচু-নীচু, ধনী-গরীব, সবাই মানুষ,
সবাই দামী
ভালোবাসা সবার তরে,
যতই বড় হই না আমি।
হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান,
বিশ্বাস হোক তার ব্যাপার
সাদা-কালো, গোলাপী-তামাটে,
সবাই যাবে ঐ-ওপার।
ভালোবেসে সৃষ্টিকর্তা,
সবার উপরে দেন সমান বৃষ্টি
তবে কেন ধর্ম-বর্ণ,
ভেদাভেদ করবে জগতে সৃষ্টি।
কৃষ্টি-ভাষা, রাজ্য-রাজা,
চলছে যেমন তেমনি চলুক
মানুষকে ভালো-বাসার কথা,
সবে মানুক সবে বলুক।

স্রষ্টা নিজেই ভালো-বাসা,
কি অপরূপ তাঁর সৃষ্টি
তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবকে,
আলাদা করবে কোন্ দৃষ্টি?
ভালোবাসা সবার উপরে,
যায় না কেনা, নয় কোন পণ্য
সবারে ভালোবাসতে বাসতে,
তবেই জীবন হয় ধন্য।

এলিস মেরী পিউরীফিকেশন

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষায় নারীবাদ ও কাথলিক পরিচয়

অনলাইন ডিপ্লোমা

মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষায় জনজীবনে নারী: একবিংশ শতাব্দীতে নারীবাদ ও কাথলিক পরিচয় বিষয়কে প্রতিপাদ্য করে আগামী ১১-২৫ জুলাই ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন হবে যেখানে ২৫জন কাথলিক নেতৃবর্গ আলোচনায় অংশ নিবেন। পোপ মহোদয়ের অনুরোধে ল্যাটিন আমেরিকা একাডেমীর কাথলিক নেতৃবর্গের ব্যবস্থাপনায় এই কোর্সে জনজীবনে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি যে প্রকৃত

নারীবাদের প্রকাশ তা আলোচনায় আসবে। এই কোর্সের লক্ষ্য হলো নতুন নারীবাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে খ্রিস্টান পরিচয়কে স্পষ্ট করার একটি প্রস্তাব উপস্থাপনা যা জনজীবনে ও মণ্ডলীতে নারীর সকল অবদানকে স্বীকৃতি দেয়। কোর্সটিতে নারীর প্রতি মণ্ডলীর দৃষ্টিভঙ্গি, নারীর দার্শনিক নৃতত্ত্ব অধ্যয়ন, লৈঙ্গিকতার দার্শনিক ভিত্তি এবং নারীবাদের ইতিহাস বিষয়গুলো আলোচিত হবে। ফাদার আলেজান্দ্রে আভি মেল্লো, ভক্তজনগণ, পরিবার ও জীবন বিষয়ক দপ্তরের সেক্রেটারী উদ্বোধনী সেশন দান করবেন। তার আলোচ্য বিষয় হলো তার ডক্টরাল থিসিসের বিষয়: কুমারী মারীয়া, মণ্ডলীতে নারীদের আইকন, পোপ ফ্রান্সিসের চিন্তা থেকে শুরু। আন্তর্জাতিকভাবে মানসম্পন্ন আরো বেশ কিছু ব্যক্তিবর্গ তাদের উপস্থাপনা তুলে ধরবেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ফ্লামিনিয়া জোভানেল্লি। যিনি ভাতিকানের একটি দপ্তরের সচিব। তিনিই প্রথম নারী যিনি এই পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন। আশা করা হচ্ছে, পরিবর্তনশীল ও সংকটের সময় নব নারী-বাদের ধারণাটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত ও উন্নয়ন ঘটাতে এই কোর্সটি সহায়তা করবে।

বর্তমানে ভাতিকানে কেউ করোনাভাইরাস পজেটিভ নন

শনিবার (৬ জুন) ভাতিকান সিটির প্রেস অফিসের পরিচালক, মাত্তেও ব্রুনি এক বিবৃতিতে জানান যে, বিগত কয়েক সপ্তাহ আগে যে ব্যক্তি করোনাভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তার কোভিড-১৯ পরীক্ষার ফলাফর নেগেটিভ এসেছে। এখন ভাতিকানে করোনাভাইরাস পজেটিভ কোন ব্যক্তি নেই।

কোভিড-১৯ কারণে জীবনজীবিকা নিয়ে সংগ্রামরত রোমের পরিবারগুলোর জন্য পোপ মহোদয়ের তহবিল প্রতিষ্ঠা

গত ৯ জুন এক চিঠির মাধ্যমে পোপ মহোদয় রোম ভিকারিয়েটকে জানান যে "রোমের বিশপ হিসেবে প্রাথমিকভাবে ১ মিলিয়ন ইউরো নিয়ে 'ঐশরিক কর্মী যিশু ফাণ্ড' প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি, যা কাজের মর্যাদাকে পুনরায় নিশ্চয়তা প্রদান করবে।" রোম ডাইয়োসিসের ভিকার জেনারেল কার্ডিনাল আঞ্জেলো দি দোনাতিসকে সম্বোধন করে পোপ মহোদয় তহবিলের মূল লক্ষ্য 'মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে যারা চাকুরি ও জীবিকা হারিয়েছে তাদের সহায়তা করার' বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। বিশেষভাবে 'যারা প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন এবং তাদের পুনরায় নির্বিঘ্নে হাঁটতে না পারা পর্যন্ত সমর্থন দান করা' এই তহবিলের মূল লক্ষ্য বলে জানান পোপ ফ্রান্সিস। তিনি আরো জানান, দিনমজুর ও খণ্ডকালীন কর্মী যাদের নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত চুক্তি নবায়িত হবে না, ঘন্টা ভিত্তিতে যারা মজুরি পায়, যারা গৃহকর্মী, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, স্ব-কর্মসংস্থানকর্মী এবং মহামারীর কারণে যে সেক্টরগুলি ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়েছে সে সকল সেক্টরের কর্মীদের জন্য পোপ মহোদয় অবিরাম চিন্তা করছেন। অনেক পিতামাতা তাদের সন্তানদের খাবার যোগাড় করতে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন এবং নিশ্চিত করতে চাচ্ছেন তারা যেন ন্যূনতম চাহিদাটুকুও মেটাতে পারেন।

রোম নগরীর জন্য একটি মৈত্রী

'ঐশরিক কর্মী যিশু তহবিল' রোমের সংগ্রামরত পরিবারগুলোর জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও শুধুমাত্র তাদের জন্যই নয়। তাই প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে আমাদের সকলকেই আহ্বান করা হচ্ছে এই তহবিলে অবদান রাখতে। পোপ ফ্রান্সিস আরো বলেন, আমি মনে করি এটি রোম নগরীর জন্য প্রকৃত মৈত্রী স্থাপনের একটি বিশেষ উপলক্ষ, যেখানে সংকট-উত্তরকালে প্রত্যেকজনই সমাজের পুনঃজাগরণে প্রধান ভূমিকা রাখতে পারেন। এই তহবিল শুভ ইচ্ছাসম্পন্ন সকল মানুষের অন্তর্ভুক্তির বাস্তব প্রকাশ, বিশেষভাবে যারা স্বাচ্ছন্দ্য, আশা ও তাদের অধিকারের স্বীকৃতি কামনা করে। পোপ মহোদয় সকল প্রতিষ্ঠান ও নাগরিককে আহ্বান করছেন যেন তারা মহামারীর এই বিশেষ এবং অভাবের সময় উদারভাবে সাহায্য সহভাগিতা করতে এগিয়ে আসে। রোমের অধিবাসীদের অনুরোধ করেন যেন তারা উপলব্ধি করেন এই সময় উদ্বৃত থেকে দান করাই যথেষ্ট নয়। পুরোহিতদেরকে আহ্বান করেন যেন তারা তহবিলে অবদান রাখতে প্রথমে থাকেন এবং উৎসাহী দাতা হিসেবে অন্যান্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

মহামারীকালীন সময়ে ডাইয়োসিসের সেবাকর্মের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রশংসা

এ মহামারীর সংকটকালে যখন অনেকে সাহায্য ভিক্ষা করছে তখন রোম ডাইয়োসিস যেভাবে সেবাকর্ম চালিয়েছে তার প্রশংসা করেছেন পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস। তিনি লক্ষ্য করেছেন অনেক অধিবাসী দুর্বলদের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য সক্রিয় হয়েছেন এবং দীন-দুঃখীদের জন্য সাহায্যের জন্য অনুদান বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে পোপ মহোদয় স্মরণ করেন, কিভাবে হাততালি এবং গান করে রোমের অধিবাসীরা মহামারীতে সেবাদানরত ডাক্তার-নার্সদের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এমনিভাবে তারা একাকীত্ব দূর করে নতুন সমাজ সৃষ্টি করেছেন। এগুলো প্রকাশ করে যে, সামাজিকতায় আমাদের অংশগ্রহণ এবং জনকল্যাণ সাধনে আমাদের একতা। তাই এখন আমি প্রত্যাশা করি যে, রোম শহরে পাশের দরজায় অবস্থানরত প্রতিবেশীর সাথে একাত্মতা বৃদ্ধি পাবে।

পোপ মহোদয়ের এই উদার সহায়তা দানের জন্য কার্ডিনাল দোনাতিস কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, মিউনিসিপ্যাল ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের সাথে একাত্ম হয়ে রোম ডাইয়োসিসও সংকট উত্তরণে কাজ করে যাবে।

রিক্সাচালকদের পাশে ইণ্ডিয়ার রাঁচী আর্চডাইয়োসিস

ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের মহাপর্বের দিন দুপুরে দূত সংবাদ প্রার্থনার পরে পোপ মহোদয় ভালবাসার উপর ধর্মোপদেশ রাখেন। তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইণ্ডিয়ার ঝাড়খাণ্ড প্রদেশের রাঁচী ডাইয়োসিসে ভালবাসার সেবাকর্ম বাস্তবায়িত হয়। ডাইয়োসিসের আর্চবিশপ ফেলিক্স তপ্নের নেতৃত্বে ১০০০ হাজার রিক্সাচালককে খাদ্য সহায়তা, পিপিই প্রদান করা হয়। আর্চবিশপ ফেলিক্স তপ্ন বলেন, মণ্ডলী এই দরিদ্র রিক্সাচালকদের কষ্টটা অনুভব করে। তারা ৭০দিন যাবৎ অনেকটা কর্মহীন হয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে দুর্বিসহ জীবন কাটাচ্ছেন। এ খাদ্য সহায়তা তাদের প্রতি মণ্ডলীর ভালবাসার প্রকাশ। তিনি এই রিক্সাচালক ও তাদের পরিবারের উপর আশির্বাদ প্রদান করে এবং উপকারী বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে, কোভিড ১৯ সংকটকালে রাঁচীর কাথলিক সদস্যরা ত্রাণ ও সেবাকাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

- তথ্যসূত্র : news.va

মেরী হাউজে প্রেরিতগণের রাণী মা মারীয়ার পর্ব উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা ▮ গত ৩০ মে শনিবার ২০২০ খ্রিস্টাব্দে তেজগাঁও এ অবস্থিত এসএমআরএ সিস্টারসংঘের জেনারালেট সিস্টারগণ এতে অংশ নেন এবং তাদের সাথে তেজগাঁও ধর্মপল্লী ও বিশপস হাউজের ফাদারগণও শরীক হন। সকাল ১১টার দিকে

মেরী হাউজে সংঘের প্রতিপালিকা প্রেরিতগণের রাণী মা মারীয়ার পর্ব যথার্থ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যে পালিত হয়। মেরীহাউজ ও বটমলীতে অবস্থানরত বিশপ ও ফাদারদেরকে বরণ করে নেন সিস্টারগণ। ১১:১৫ মিনিটে খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে শুরু পর্বের মূল অনুষ্ঠান। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। সাথে ছিলেন আরো ৬জন যাজক। চন্দন তিলক দিয়ে ও মা মারীয়ার মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা করে শুরু হয় খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগের উপদেশে বিশপ শরৎ 'মা মারীয়ার সাক্ষাৎকারের' উপর বিশেষ আলোকপাত করে বলেন, সিস্টারগণ একজন আরেকজনের সাথে আন্তরিকভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করবেন এবং অন্যের প্রয়োজন অনুসারে সাড়া দানের মধ্য দিয়ে মা মারীয়ার মত হয়ে উঠবেন। খ্রিস্টযাগের শেষে সকলে একসাথে মধ্যাহ্নভোজে অংশ গ্রহণ করে আনন্দের সহভাগিতা করেন। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর পরই অনানুষ্ঠানিক সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। যেখানে কয়েকজন বয়স্কা সিস্টার ও ফাদারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সবাইকে নির্মল আনন্দ দান করে। মেরী হাউজের সুপিরিয়র সিস্টার মেরী লিলি এসএমআরএ জানান, করোনাভাইরাসের এই সংকটকালেও যথার্থ প্রস্তুতি ও নয়দিনের নভেনা করার মধ্য দিয়ে পর্বের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন তারা। উল্লেখ্য যে, এ পর্বটি সাধারণত ধর্মসংঘের মাতৃগৃহ তুমিলিয়াতে ঘটা করে সম্পন্ন হয়। কিন্তু এবারই ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তা মেরী হাউজে হচ্ছে। পর্বে মায়ের মধ্যস্থতায় করোনাভাইরাসের নিরসনের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয়॥

খুলনা ক্যাটেনিয়ানস্ সার্কেল এর পক্ষ থেকে দরিদ্রদের মধ্যে উপহার সামগ্রী বিতরণ

যোসেফ তপন হালদার ▮ গত ২৪ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার, খুলনা ক্যাটেনিয়ানস্ সার্কেল এর পক্ষ থেকে ০৬ জন দরিদ্র সদস্যদের মধ্যে উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উক্ত বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেন্ট মেরীস্ ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার আলবিনো সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফাদার যোসেফ রানা মণ্ডল। আরও উপস্থিত ছিলেন খুলনা ক্যাটেনিয়ানস্ এর সহ-সভাপতি অমূল্য সরকার, সম্পাদক যোসেফ তপন হালদার এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ দিলীপ বাড়ৈ, সেবাস্তিয়ান সরকার ও মারিও মন্ডল প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে ফাদার আলবিনো সরকার বলেন যে, "এ সময় সারা পৃথিবী তথা বাংলাদেশের মানুষ করোনা মহামারীতে আক্রান্ত এবং অর্থনৈতিকভাবে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত। সুতরাং খুলনা ক্যাটেনিয়ানস্ তাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে এই সকল ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে প্রচেষ্টা করেছে, সেটা তাদের মানুষের প্রতি ভালবাসার প্রতীক"। তিনি আশা করেন যে, "এমনিভাবে ভবিষ্যতেও সংগঠনটি অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াবে।"

উল্লেখ্য যে, বিগত ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ৪১জন সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান ও শুভ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে খুলনা ক্যাটেনিয়ানস্ এর যাত্রা শুরু হয়। উক্ত শপথ অনুষ্ঠানে খুলনা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল জেমস্ রমেন বৈরাগী উপস্থিত থেকে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। এছাড়াও ইংল্যান্ড থেকে আগত ক্যাটেনিয়ানস্ এর সেন্ট্রাল অব চেয়ার মি. জন হ্যাগান এবং ভারত থেকে আগত ০২জন সম্মানিত ব্রাদার এবং ঢাকা ক্যাটেনিয়ানস্ এর প্রতিনিধি উপস্থিত সদস্যকে শপথ পাঠ করান। ঐদিনই খুলনা ক্যাটেনিয়ান্ সেন্টার কমিটি কর্তৃক স্বীকৃতি পায়। এরপর থেকে খুলনা ক্যাটেনিয়ানস্ এর সদস্যগণ ধর্মপল্লীর বিভিন্ন কর্মকান্ডে সহযোগিতা দিয়ে আসছেন এবং প্রতি মাসে সদস্যদের পরিবারে প্রার্থনা সভা করছেন। এছাড়াও তারা সদস্যদের সমন্বয়ে নিয়মিত মাসিক সভা করে থাকেন॥

লেখা আহ্বান

বিভাগ : পত্রবিতান ও ছোটদের আসর

সুপ্রিয় লেখকবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পত্রবিতানের জন্যে আপনার সুচিন্তিত মতামতধর্মী লেখা ও ছোটদের আসরের জন্যে শিক্ষামূলক গল্প, ছড়া ও ছোটদের আঁকা ছবি পাঠিয়ে দিন সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ঠিকানায়।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৭১১৩৮৮৫
ই-মেইল : wklypratibeshi@gmail.com

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে ইচ্ছুক? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে **'প্রতিবেশী পরিবার'**। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

– : গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : –

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
  গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে/বিকাশের মাধ্যমে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে **THE PRATIBESHI** নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।
- স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

বিকাশ নাম্বার : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

ডাক মাসুলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৩০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ২০
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 20
❖ 14 - 20 June, 2020, ৩১ জ্যৈষ্ঠ - ৬ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
Regd. No. DA-33

BOOK POST

জানবো-শিখবো-পালন করবো অতঃপর জয়ী হব

করোনাভাইরাসের ভয়ে বিশ্ব আজ জবুথবু। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে এ রোগে। কোন প্রতিষেধক ও ঔষধ এখনো আবিষ্কৃত হয়নি বলে সচেতনতা ও দুরত্ব বজায় রাখাই প্রধান প্রতিষেধক। তাই আসুন এ ভাইরাস সম্বন্ধে জানি আর জয় করতে সাহসী হই।

লক্ষণ

সাধারণ উপসর্গসমূহ:
- জ্বর
- শুকনো কাশি
- ক্লান্তিভাব
- ব্যথা ও যন্ত্রণা
- গলা ব্যথা
- ডায়রিয়া
- কনজাংটিভাইটিস
- মাথা ব্যথা
- স্বাদ বা গন্ধ না পাওয়া
- ত্বকে ফুসকুড়ি ওঠা বা আঙুল বা পায়ের পাতা ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া

গুরুতর উপসর্গসমূহ:
- শ্বাস নিতে অসুবিধা বা প্রবল শ্বাসকষ্ট হওয়া
- বুক ব্যথা বা বুকে চাপ অনুভব করা
- কথা বলার বা হাঁটাচলার শক্তি হারানো

সাধারণ কিছু নিয়ম মানার মাধ্যমে এই সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব-

১. রোগীর কাছ থেকে আসার পর খুব ভালো করে হাত ধুয়ে নিন।
২. গৃহ, ঘর ও বাড়ির আশপাশ ভালভাবে পরিষ্কার রাখা।
৩. হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় নাক মুখ ঢেকে রাখুন। বাইরে বের হলে মাস্ক ব্যবহার করুন।
৪. হাঁচি-কাশির সময় মুখ ঢেকে রাখা, যেখানে-সেখানে কফ কাশি না ফেলা।
৫. ময়লা কাপড় দ্রুত ধুয়ে ফেলুন।
৬. ডিম, মাছ, মাংস খুব ভালো করে রান্না করুন।
৭. প্রতিবার খাবার রান্না বা তৈরি করার আগে ও পরে, খাবার খাওয়ার আগে ও পরে, বাথরুম ব্যবহারের আগে ও পরে, বাইরে থেকে বাসায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই
৮. জীবাণু নাশক হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধুতে হবে।
৯. আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে দূরে অবস্থান করুন।
১০. করমর্দন এবং কোলাকুলি না করা।
১১. গণপরিবহন ও গণসমাবেশ পরিহার করা।

সন্দেহ বা আক্রান্ত হলে কী করবেন?

১. আক্রান্ত ব্যক্তির যথেষ্ট বিশ্রাম প্রয়োজন, পুষ্টিকর খাবার খান ও প্রচুর পানি আর তরল পান করুন।
২. রোগী ও যিনি সেবা করবেন, দুজনে ঘরে মেডিকেল মাস্ক পরবেন। হাত দিয়ে মাস্ক স্পর্শ করা, মুখে হাত দেয়া থেকে বিরত থাকুন। কাজ শেষে মাস্ক ফেলে দেবেন ঢাকনাযুক্ত ময়লার ঝুড়িতে।
৩. অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শে বা এর চারপাশের সংস্পর্শে এলে খাবার তৈরির আগে, খাবার খেতে বসার আগে এবং টয়লেট ব্যবহারের পর সাবান পানি দিয়ে বা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুয়ে নিন।
৪. আক্রান্ত ব্যক্তির বাসনপত্র, তোয়ালে ও বিছানার চাদর সাবান দিয়ে ধুতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তি যা যা হাত দিয়ে স্পর্শ করবেন, সেগুলো বারবার জীবাণু শোধন করুন।
৫. অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা খারাপের দিকে গেলে বা শ্বাসকষ্ট হলে স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে ফোন করুন এবং স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করুন। জরুরি সেবার জন্য ৩৩৩ বা ১৬২৬৩ নম্বরে কল করুন।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া কোনো অপরাধ নয়। তাই আক্রান্তদের প্রতি সহানুভূতিশীল হোন। করোনাভাইরাস রোগী বা তার পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল ও মানবিক আচরণ করুন। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে যে কোন যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ রাখুন। আপনার উৎসাহ, সাহস দান ও সঙ্গে থাকার মনোভাব আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিরাপদ হতে সহায়তা করবে। আক্রান্ত ব্যক্তি বিশ্বাস করুন, আপনি সুস্থ হবেন। আর তা করতে সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখুন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ুন আর করোনাভাইরাসকে জয় করুন।

সৌজন্যে: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

প্রচারে : SIGNIS Bangladesh

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**